বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যাবতীয় কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ । বর্তমান সরকার জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে লক্ষ্যেই বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয় এবং সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মালিকানা এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শাসনতন্ত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকারের নির্বাহী প্রধান বিধায় স্বাভাবিকভাবেই এ কার্যালয়ের কাজের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি বিশাল। এ কার্যালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করে। কার্যপ্রণালী বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সরকারের দর্শনের আলোকে গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নীতিগত অনুশাসন ও নির্দেশনা প্রদানও এ কার্যালয়ের অন্যতম কাজ।

প্রতিটি জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), নির্বাহী সেল, বেসরকারি ইপিজেড, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) অফিস, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, আশ্রয়হীন মানুষদের আশ্রয় প্রদানের জন্য আশ্রয়ণ-২, সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য এটুআই প্রোগাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং সবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিও বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করছে যারা প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাসহ আগত বিদেশি অতিগুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অতিথিগণের বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এনএসআইসহ অন্যান্য গোয়েন্দা দপ্তর ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো। যে সকল কার্যক্রম এ কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়-দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে এ কার্যালেয়র ওপর ন্যস্ত, শুধু সেসব কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ও অগ্রগতি এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আশা করি, এ প্রতিবেদনটি এ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবদুস সোবহান সিকদার)
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী বর্তমান সরকার একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিগত মেয়াদসহ বর্তমান মেয়াদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ সাফল্য অর্জনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান নির্বাহী বিধায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাজের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করে। কার্যপ্রণালী বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব বাস্তবায়নে এ কার্যালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সরকারের দর্শনের আলোকে গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও নীতি অনুশাসন প্রদানও এ কার্যালয়ের অন্যতম কাজ।

২.০ দেশে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), নির্বাহী সেল, বেসরকারি ইপিজেড, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) অফিস, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, আশ্রয়হীন মানুষদের আশ্রয় প্রদানের জন্য আশ্রয়ণ-২, সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য এটুআই প্রোগাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিও বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করছে যারা প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাসহ আগত বিদেশি অতিগুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অতিথিগণের বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এনএসআইসহ অন্যান্য গোয়েন্দা দপ্তর ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

৩.০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্ধারিত কার্যাবলীর বাইরে এ কার্যালয়ের আওতাধীনে ৩টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছেঃ **একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প** এবং **বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) কর্মসূচি**।

৪.০ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত, স্বল্পমূল্যে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটু আই) কাজ করে আসছে। ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়সহ সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ার কার্যক্রম চলছে, যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় বসে তা পেতে পারে। ইতোমধ্যে মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (সাবেক ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র), জাতীয় তথ্যকোষ, জেলা ই-সেবাকেন্দ্র প্রভৃতি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২০,৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১,৫১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় তথ্যবাতায়ন ওয়েবসাইট হতে ২০১৩-১৪ সময়ে প্রায় ৩৪ লক্ষ মানুষ তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা গ্রহণ করছে।

৫.০ বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর **আশ্রয়ণ প্রকল্প** গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন অসহায় মানুষকে পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই'১০ হতে জুন'১৪ পর্যন্ত ব্যয়কৃত অর্থ ৫৯০.০০ কোটি টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে "যার জমি আছে ঘর নাই" তাদের নিজস্ব জমিতে ৭৪০টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৭০০ টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০০০টি পরিবারের অনুকূলে ৫.৫ কোটি টাকা

ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ১৩.৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজারটি বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

৬.০. ১৯৯৬ সালে সরকারি অর্থায়নে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অর্থাৎ সমতল ভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সংস্কার, স্যানিটেশন ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য **'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)'** শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প থেকে প্রায় ৩০ হাজার নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। বিগত ৪টি অর্থ বছরে (২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪) গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় ২৫০টি আয় বর্ধনকারী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ১১৭ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে মোট ২১.০০ লক্ষ টাকা এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রতি অর্থ বছরে শিক্ষা বৃত্তিখাতে বরাদ্দ প্রদানের কারণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সামগ্রিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৭.০. প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য এ কার্যালয়ে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট নামে ২টি বিশেষ ইউনিট/সেল কাজ করে যাচ্ছে।

৮.০. ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারী বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক যৌথ ইশতেহার (Joint Communique) স্বাক্ষর এবং ২০১১ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের যৌথ বিবৃতির ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল গঠন করা হয়। যৌথ ইশতেহার এবং যৌথ বিবৃতিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য উক্ত সেল প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের তত্ত্বাবধানে কাজ করে আসছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ইশতেহারের আওতায় ১৯টি প্রকল্প/বিষয় এবং ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় গৃহিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও যৌথ ইশতেহারে বর্ণিত অন্যান্য বিষয় যেমন-ট্রানজিট, কানেকটিভিটি, সীমান্ত হাট, শিক্ষা, বৃত্তি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে মোট ৪টি ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯.০. গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) -এর কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি Steering Committee এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীকে প্রধান করে একটি Strategy Committee গঠন করা হয়েছে। সুশাসন বিষয়ক ইউনিটকে নীতিগত পরামর্শ ও সহায়তা দেয়ার জন্য Steering Committee কাজ করছে। নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান সহজিকরণে কৌশল উদ্ভাবনে GIU কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সুশাসন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার, উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে সরকারকে বহুমাত্রিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করেছে ।

১০.০ স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স বিভিন্ন সময়ে বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী প্রয়োগ, গোয়েন্দা কার্যক্রম, তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা তাদের কর্মদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ।

১১.০ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। দেশের অতীত ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভৌগোলিক সীমানা লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস, কোনো বিদেশি অনাকাংখিত মতবাদ বা ধারণা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের মূল স্বত্ব বিনষ্ট, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পেশায় অবস্থানপূর্বক ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা ইত্যাদি কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের বিরুদ্ধে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে বিশেষণ এবং মূল্যায়নপূর্বক মতামত ও সুপারিশ সরকারকে অবহিত করছে। দেশের counter terrorism অবস্থা অনুধাবন, জঙ্গিবাদ দমন ইত্যাদির জন্য Threat Assessment Centre (TAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চলতি বছর তারা সাতাশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর'১৩ হতে জুন'১৬ মেয়াদে তাদের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করছে।

১২.০ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর আওতাধীন ৮টি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ইপিজেড সমূহে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ৪০২.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট ১৫,০০৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ১৩টি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন প্রদান করা হয় ও ৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়াও গত ২৭ মে ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরকালে জাপানী বিনিয়োগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারক অনুসারে বেপজা এবং জেট্রো ইপিজেডে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন এবং শ্রম ঘণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের জন্য জাপানী বিনিয়োগকারীদের যৌথভাবে সহায়তা করবে।

১৩.০ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এর উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে বেজা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেজা'র গভর্ণিং বোর্ডের ১ম সভায় ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে-সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার নিয়োগের জন্য EOI আহবান করা হয়। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, গহিরা অর্থনৈতিক অঞ্চল (আনোয়ারা, চট্টগ্রাম) এবং শেরপুর (মৌলভীবাজার) অর্থনৈতিক অঞ্চলের Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও আরও সাতটি জেলায় (ক. ময়নামতি, কুমিলা, খ. ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ, গ. জামালপুর সদর, জামালপুর, ঘ. ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, ঙ. আগৈলঝাড়া, বরিশাল, চ. পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী, ছ. ভোলা সদর, ভোলা) অর্থনৈতিক অঞ্চল গরে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১৪.০ বেসরকারি খাতে শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহ দান এবং শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ড নীতি পরামর্শ (পলিসি অ্যাডভোকেসি), বিনিয়োগ উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড অফিস হতে মোট ২৭২৮ জনকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং বিমান বন্দরে সৌজন্য সেবা প্রদান করা হয়েছে ৮৭ জনকে। এ সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড থেকে (বিভাগীয় অফিসসমুহসহ) মোট ১৪৩২ টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। দেশে মোট ১৫৯৯.১৬ মিলিয়ন মা: ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্তর্প্রবাহ হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানি ও যন্ত্রপাতি ছাড়ের লক্ষ্যে মোট ১৬৭৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিল্প আই আর সি (এড-হক ও নিয়মিত) প্রদানের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুপারিশ পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির

যথাযথ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিনিয়োগ বোর্ডের ১২৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলন ব্যয়ে ১৪-তলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ১৫ জুন, ২০১৫। এর ফলে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অধীনস্ত বিনিয়োগ-উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে একই ভবনে সংস্থান করা হবে যাতে করে বিনিয়োগকারীরা সকল সেবা এক জায়গা থেকে পেতে পারেন। এছাড়া, বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল সেবা ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের আওতায় এনে কার্যকর সেবা প্রদানে প্রয়োজনে আইন-কানুন সংশোধন করা হচ্ছে।

১৫.০ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ৪৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ৩৯টি প্রকল্প অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। ১৯টি প্রকল্প বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ০২টি প্রকল্পের চুড়ান্ত বিডিং প্রক্রিয়াধীন।

১৬.০ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কার্যকর সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেসরকারিকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রাইভেটাইজেশন কমিশন অদ্যাবধি মোট ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সফলভাবে বেসরকারিকরণ করেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের মাধ্যমে ৭০০,৯০,০০,০০০/- (সাত শত কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা সরকারি রাজস্ব এসেছে।

১৭.০ বর্তমানে এক ধাপে সেবাদান কেন্দ্র হিসেবে ও বৈদেশিক অনুদান আইনের আওতায় এনজিও নিবন্ধন ও নবায়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন, অর্থছাড়, অডিটসহ বিভিন্ন কার্যাবলি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে সম্পাদিত হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বেসরকারি স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহ ৫৫৩৬ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদানে বিভিন্ন খাতে ১১১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে- যা দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

১৮.০ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের শিল্পায়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশী-বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাগণ এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করছে। দেশী বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশে 'রাংগুনিয়া ইপিজেড' এবং 'কোরিয়ান ইপিজেড' নামে দুটি বেসরকারি ইপিজেডের কার্যক্রম চলমান আছে।

১৯.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যেই একটি দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম উক্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পরিচালিত হচ্ছে। অচিরেই এদেশ বিশ্বে একটি উন্নত ও মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচিতি	১০
২.০	প্রধান কার্যাবলি	১১
৩.০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	১২
৩.১	একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প	১২-১৬
৩.২	আশ্রয়ণ প্রকল্প	১৭-১৮
৩.৩	বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচি	১৯-২০
৩.৪	উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল	২০-২১
৩.৫	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	২২-২৬
৪.০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ	২৭
৪.১	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	২৯-৩০
৪.২	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	৩০-৩২
৪.২	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর	৩২-৩৫
৪.৩	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ	৩৬-৩৯
৪.৪	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	৪০-৪১
৪.৫	বিনিয়োগ বোর্ড	৪১-৪৫
৪.৬	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস	৪৬-৪৭
৪.৭	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	৪৮-৫২
৪.৮	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৫৩-৬২
৪.৯	বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা	৬৩-৬৬

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচিতি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচিতি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধানের কার্যালয়। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রধানন্ত্রীর কার্যালয় শের-ই-বাংলানগর হতে পুরাতন সংসদ ভবনে স্থানান্তর করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে এ কার্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি বিভাগ এবং একটি মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য। এতে দুটি শাখা রয়েছে। একটি ব্যক্তিগতশাখা, অন্যটি সচিব শাখা। এ কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, মুখ্যসচিব, সিনিয়র সচিব, প্রেস সচিব, সামরিক সচিব, ব্যক্তিগত/একান্ত সচিবগণ কর্মরত। সাতজন মহাপরিচালকের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালকগণ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর কর্মকান্ড পরিচালনায় সহায়তা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় এ টু আই প্রকল্প, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) প্রকল্প নামে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি অধীন বেপজা, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, পিপিপি অফিস, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই), বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (এসএসএফ) এবং নবগঠিত সুশাসনবিষয়ক ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধান কার্যাবলি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রাজনৈতিক এবং জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনসহ তার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যক্রমের বিষয়ে বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক/চুক্তি সম্পাদন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা, বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রটোকল ও এতদসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন।

- দরিদ্র, ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সমতল ভূমিতে বসবাসরত নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

- বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন।

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-সংক্রান্ত বিষয়াদি।

- জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং সকল গোয়েন্দা সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য প্রেরিত প্রস্তাবসমূহ নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়।

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় বাস্তবায়ণাধীন প্রকল্পসমূহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এটুআই প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ভিশন ২০২১ এর মূল স্তম্ভ ডিজিটাল বাংলাদেশ। তিনি বলেন "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রুপ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ"। সরকারি সেবা প্রদানের প্রচলিত দৃশ্যপট বদলে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় সুলভে, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা দ্রুত পৌঁছে দিয়ে একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যেন যে কোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় থেকে তা পেতে পারেন। ইউএনডিপি'র কারিগরি সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অফিসে ই-সেবা প্রদান কার্যক্রমে কারিগরি ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় শুরু হওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ই-সেবা কার্যক্রমের (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর) সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নেতৃত্বে এবং ইউএনডিপি ও ইউএসএইড এর কারিগরি সহায়তায় একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম 'জনগণের দোরগোড়ায় সেবা' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে । বর্তমানে দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রশাসনসহ জীবন ধারনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ ই-সেবা সুবিধা পাচ্ছে। এখন সেবার জন্য জনগণ সরকারি অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেনা বরং সেবাই এখন পৌঁছে যাচ্ছে জনগণের দোরগোড়ায়। বর্তমানে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ কোনো না কোনো ই-সেবা সুবিধা গ্রহণ করছে। সাধারণ মানুষ যাতে কম খরচে, কম সময়ে এবং বার বার সেবা প্রদানকারী অফিসে না গিয়ে সেবা নিতে পারে সেজন্য এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা বর্তমানে দেশে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা পাওয়ার ফলে জনগণ যেমন স্বল্প মূল্যে, স্বল্প সময়ে ঝামেলামুক্ত উপায়ে সেবা পাচ্ছে তেমনি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এসেছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা। সেই সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রশাসন সম্পর্কে আস্থা ফিরে আসছে। এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় দেশে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে বেসরকারি খাতও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা এবং বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে আসছে। সেবা'কে সাধারণ মানুষের চোখে দেখা এবং সরকারি সেবাকে প্রান্তিক সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় গ্রহীত নানামুখী উদ্যোগের তথ্যাদি তুলে ধরা হলোঃ

ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার-২০১৪:

ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার-২০১৪ লাভ করেছে বাংলাদেশ। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা (Service at Citizen's Doorstep) ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ পুরস্কার লাভ করে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার দেয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU)এর সদর দপ্তর জেনেভায় ১০ জুন এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার-২০১৪ গ্রহণ

ডিজিটাল সেন্টার

জনগণের দোরগোড়ায় সব ধরনের সরকারি-বেসরকারি ও বাণিজ্যিক তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে ৪৫৯৮ টি ইউনিয়ন পরিষদে, ৩২১ টি পৌরসভায় এবং ৪০৭ টি সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও সেবাকেন্দ্রগুলোকে ডিজিটাল সেন্টার হিসেবে নামকরণ করেন। প্রায় ৬০ টিরও অধিক সরকারি-বেসরকারি সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রকারের সরকারি-বেসরকারি সেবা ডিজিটাল সেন্টারে যুক্ত হচ্ছে এবং প্রতিমাসে প্রায় ৪০ লক্ষ প্রান্তিক জনগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল সেন্টার এ সেবা প্রদান

সিরাজগঞ্জে ডিজিটাল মেলা উদ্বোধন

ডিজিটাল মেলর একাংশ

জাতীয় তথ্য বাতায়ন

সরকারি উদ্যোগে, ২৫ হাজার ৪৩টি (ইউনিয়ন ৪৫৫০, উপজেলা ১৪,৬৪০, জেলা ৪,০৩২, বিভাগ ৪৫৫, জেলা পরিষদ ৬৪, উপজেলা পরিষদ ৪৮৮, মন্ত্রণালয়-বিভাগ ৫৫, অধিদপ্তর ৩৪৫ এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় ৪১৪) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে একসূত্রে সংযুক্ত করার অনন্য নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। পাবলিক সার্ভিস সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ২৩ জুন ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় তথ্য বাতায়নের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ৯৪টি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে, যারমধ্যে ৩০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ নতুন ফ্রেমওয়ার্কে তথ্য বাতায়ন তৈরি সম্পন্ন করেছে।

জাতীয় তথ্য বাতায়নের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম (ই-ফাইলিং)

জাতীয় ই-সেবা সিস্টেমের ই-ফাইলিং মডিউলটি বর্তমানে ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ৭টি বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে চলমান রয়েছে। সিস্টেমটি আরো ব্যবহার বান্ধব করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সংশোধন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সিস্টেমটি সকল সরকারি অফিসে বাস্তবায়ন করা হবে।

জেলা ই-সার্ভিস কার্যক্রম

মোবাইল কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বিচার বিভাগে ই-গর্ভনেন্স চালু, সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সেবা প্রদানে জেলা প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মোবাইল কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। সংশিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর আগামী অক্টোবর ২০১৪ মাস থেকে মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জে সিস্টেমটির পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কন্টেন্ট

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এটুআই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে মাঠ প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়ক পৃথক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে জেলা পর্যায়ে ডিজিটাল কনটেন্টভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং ও মেনটরিং-এ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা/আইসিটি), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারি কমিশনার (শিক্ষা) ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ একযোগে কাজ করছেন। বিগত ২ মাসে ১৫টি জেলায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী' মডেলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই শিক্ষর্থীদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরী করে ক্লাসে ব্যবহার করছেন। "শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক" এ শ্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষকদের তৈরী ডিজিটাল কনটেন্ট ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল "শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd)" চালু করা হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ এ মডেল দু'টি অনুসরণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম

সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

৩৬টি দপ্তর/সংস্থার সরকারি সেবাসমূহকে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪০০ এরও অধিক সেবার সেবা পদ্ধতির সহজিকরণ করা হয়েছে। সহজিকরণকৃত সেবাসমূহ নিয়ে দপ্তরভিত্তিক প্রায় ৩৯ টি পুস্তক প্রকাশনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

প্রতিবছর ই-সেবা বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৬৪ টি জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মেলায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের জন্য যেসমস্ত ই-সেবা চালু করেছে সেগুলি প্রদর্শন করছে। প্রতিনিয়ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের জন্য নতুন নতুন ই-সেবা চালু করছে। মেলার মাধ্যমে ই-সেবাগুলি সম্পর্কে জনগণকে জানানো হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিও একে অন্যের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৫ টি উইং (বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, ডিএমসি, পিআইবি এবং ডিএফপি) এর মাধমে নিয়মিতভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে বিশেষ দিবসগুলোকে সামনে রেখে টিভিসি প্রচার করা হচ্ছে।

মানব উন্নয়ন মিডিয়া ফাউন্ডেশন

মানব উন্নয়ন মিডিয়া ফাউন্ডেশন তৈরির জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশ থেকে ৯ মাসের ১টি আইপি প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে। মানব উন্নয়ন মিডিয়া ফাউন্ডেশন তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং একইসাথে মানব উন্নয়ন বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। আরো প্রোগ্রাম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক কর্মশালা

এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হল মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা সৃষ্টি, সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, পাইলট পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এখন পর্যন্ত এসকল কর্মশালা হতে ২৩৮টি আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে, এর মধ্যে প্রায় ৫০টি আইডিয়া এখন পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে।এখন পর্যন্ত মোট ১২৬০ জন সরকারি কর্মকর্তা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম

বর্তমানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিসিএস এডমিন একাডেমী ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এ বেন্ডেড লার্নিং হিসেবে তাদের ১টি করে মূল কোর্সে ই-লার্নিং কার্যক্রম চলছে।

ইনোভেশন ফোরাম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জনগনের দোরগোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের সাথে যৌথভাবে ইনোভেশন ফোরাম আয়োজন করা হয়। এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বল্প মূল্যের স্মার্ট ডিভাইস, ক্লাউড কম্পিউটিং, ই-গভর্ন্যান্স ইনডেক্স, আইসিটি সিকিউরিটি, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, মোবাইল অ্যাপস ও নাগরিক সেবায় মোবাইল গভর্ন্যান্স বিষয়ে ইনোভেশন ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব ফোরামে চিফ ইনোভেশন অফিসার/ইনোভেশন অফিসারসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রায় ৮০০ এর অধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইনোভেশন সার্কেল

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও বিভাগীয় কমিশনারগণ এর সাথে ইনোভেশন টিম বিষয়ক পরামর্শমূলক সভা আয়োজন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে গত জানুয়ারী ২০১৪ হতে মে ২০১৪ পর্যন্ত ৭টি বিভাগে ৭টি ইনোভেশন সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সার্কেলে বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক সহ ৭টি বিভাগের বিভিন্ন জেলার ইনোভেশন টিম মেম্বার ও অন্যান্য সরকারি অফিসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে ইনোভেশন বিষয়ক পরামর্শক সভা

সোশ্যাল মিডিয়া

সেবা ও উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তরে চলমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ব্লগ/ফেসবুক) ব্যবহার গতিশীল রয়েছে। ইতোমধ্যে এতে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা যুক্ত হয়ে সেবাপ্রদানে বিভিন্ন সমস্যা, সমাধান, সম্ভাবনা, উদ্ভাবন বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করছেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে ৭ টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ৬৪ টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ১৫টি মন্ত্রণালয়, ২৫টি দপ্তর/ অধিদপ্তরে ফেসবুকে অফিসিয়াল পেইজ চালু হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

ক. বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কোর্সে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও আইসিটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিসিএস এডমিন একাডেমী, এনএপিডি, বার্ড ও আরডিএ এর বিভিন্ন কোর্সে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন।

খ. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রতি বুধবার আইসিটি সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২ ঘন্টার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে (ইফেক্টিভ ই-মেইলিং, সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার, বেসিক আইসিটি, ডিজিটাল সেন্টার, ইউনিকোড, গুগল ডক্স, টিম বিল্ডিং ইত্যাদি) ১৩টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গ. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এটুআই এর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে নির্বাচিত রিসোর্স পার্সনদের নিয়ে একটি রিসোর্স পার্সন্স পুল গঠিত হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য ইনোভেশন ও আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষনে উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত রিসোর্স পুলের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।এ পর্যন্ত এই রিসোর্স পার্সনদের ৪ টি ট্রেইনিং ফর ট্রেইনার্স (ToT) দেওয়া হয়েছে ও বর্তমানে তাঁদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইনোভেশন ফান্ড

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজিকরণের ক্ষেত্রে এটুআই প্রোগ্রাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জনসেবায় অবদান রাখার প্রয়োজনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের লক্ষ্যে 'ইনোভেশন ফান্ড' তৈরি করা হয়েছে। ইনোভেশন ফান্ড থেকে প্রথম রাউন্ডে ৭ টি প্রকল্পে, দ্বিতীয় রাউন্ডে ১০ টি প্রকল্পে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডের প্রকল্প অনুমোদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ই-সার্ভিস রুলস

ক. ই-সেবা বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা সংশোধন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশোধিত সচিবালয় নির্দেশমালা বিষয়ে কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

খ. তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে এটুআই প্রোগ্রাম তথ্য অধিকার আইনের আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। এই নির্দেশিকা সকল দপ্তরের প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য স্বপ্রণোদিত প্রকাশের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

গ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে ই-সার্ভিস রুলস প্রণয়নের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রাম কাজ করছে।

লার্নিং এন্ড আর্নিং

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমানে অনলাইন আউটসোর্সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের উদ্যমী তরুণরা ইতোমধ্যে আউটসোর্সিং কাজের সাথে যুক্ত হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। উদ্যমী তরুণ সমাজকে এ কাজে প্রশিক্ষিত করার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নীতিমালায় 'লার্নিং এন্ড আর্নিং' কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইন আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জন সক্ষম করে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ ১২টি জেলার ১,৫০০ শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প

বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সময়োপযোগী নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ সালের ২০মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান। তিনি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙন কবলিত অসহায় মানুষকে পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পাঁচ বছরে (১৯৯৭-২০০২ সময়কালে) এ প্রকল্পের অধীনে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জুলাই ২০০২-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) নামে আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১০-এ শেষ হয়। সিআইসিট ব্যারাক নির্মাণপূর্বক ৫৮,৬৪৬টি পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১০ মেয়াদে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের শুরু করা হয়। বর্তমান প্রকল্পে উপকূলীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় (সিডর, আইলা ইত্যাদি) আক্রান্ত এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমিপাকা ব্যারাক এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। বাসস্থান নির্মানের পাশাপাশি পরিবারপিছু ২০ হাজার টাকা গ্রুপ লোন দিয়ে আয়বর্ধনকারী প্রকল্প গ্রহন করা হচ্ছে। এজন্য তাদের উপজেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নরুপ-

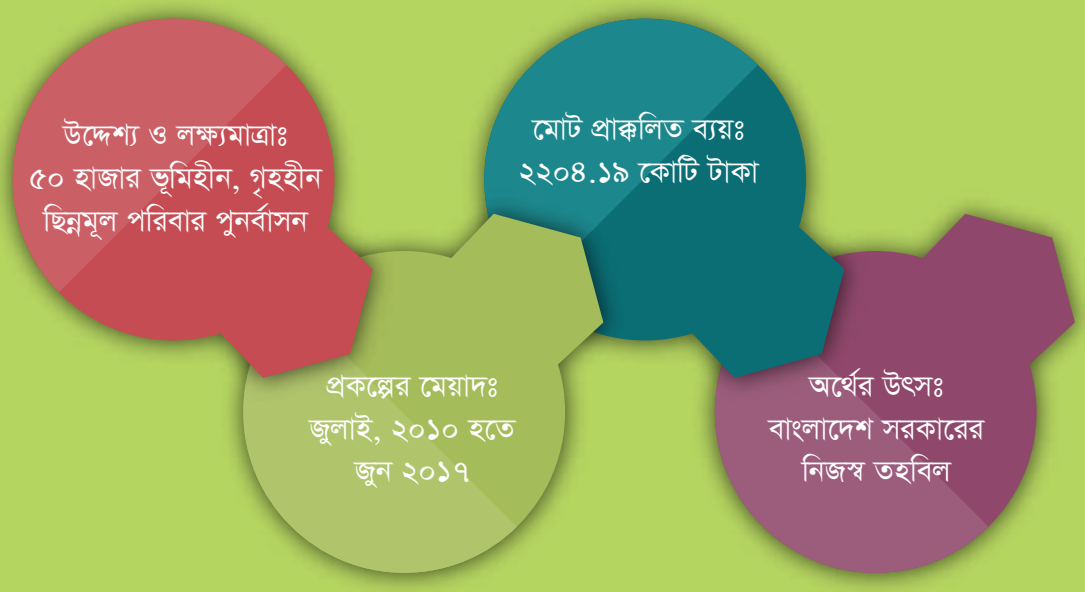

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অর্জন

সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয় (অগ্রগতি)	ব্যরাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	মন্তব্য
১৬৫.০০ কোটি টাকা	১৬৩.৮৭ কোটি টাকা (৯৯.৩২%)	৮১৯টি	৪৮৭২ পরিবার	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৭৪টি প্রকল্পগ্রাম অনুমোদিত হয়েছে সবগুলো মাটির কাজ সমাপ্ত।

বিভিন্ন জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প

- "যার জমি আছে ঘর নাই" তাদের নিজস্ব জমিতে পাইলট হিসেবে ৭৪০ টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৩৭০০টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০০০টি পরিবারের অনুকূলে ৫.৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩.৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজারটি বনজ ও ফলজ বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।
- ১৬৭টি প্রকল্প গ্রামে মাটি ভরাট করার জন্য ২৪ হাজার মে.টন গম বিভিন্ন জেলা প্রশাসক বরাবর বরাদ্দ দেয়া হয়।
- এতে প্রায় ২৫০০০ জন গরীব-দুস্থ লোক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (কাজের বিনিময়ে খাদ্য সরবরাহ) এর আওতায় উপকৃত হয়।

‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)’ শীর্ষক কর্মসূচি (২০১৩-২০১৪)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)’ শীর্ষক কর্মসূচিটির কার্যক্রম ১৯৯৬ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। কর্মসূচিটি শুরু থেকে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৪ টি অর্থ বছরে (২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪) কর্মসূচির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৪.০০ কোটি টাকা। বর্ণিত বরাদ্দ কৃত অর্থ দিয়ে মূলতঃ বৃহৎ আকারে আয়বর্ধন মূলক প্রকল্প যেমনঃ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিবহন প্রকল্প, মৎস্য/চিংড়ীচাষ, গরুপালন, রিক্সাভ্যান, সিএনজি/আটোরিক্সা, স-মিল প্রকল্প, পানেরবরজ, জুতাতৈরী, বাঁশ ও বেতের ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রতি অর্থ বছরেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভুক্ত সকল উপজেলায় শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য বরাদ্দকৃত খাত হলো- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার /নির্মাণ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ /আসবাব পত্র সরবরাহ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন/আসবাব পত্র সরবরাহ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ /সংস্কার ইত্যাদি। বিগত ৪টি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ১১৭ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভুক্তছাত্র/ছাত্রী কে মোট ২১.০০ লক্ষ টাকা এক কালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দ প্রদানের কারণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সামগ্রিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টির জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপকারভোগী, মিঠাপুকুর, রংপুর

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর

তাঁত শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট সদর

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আয়বর্ধনকারী প্রকল্প সমূহের ছক

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মোট উপজেলা	মোট বরাদ্দ(লক্ষ টাকা)	অর্থ বছর
০১	গরু পালন প্রকল্প		২০৪.২০	২০১৩-১৪
০২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		১১৮.৩৫	
০৩	পরিবহন প্রকল্প		১৯৮.৮৬	
০৪	মৎস্য/চিংড়ী চাষ প্রকল্প		৯১.৩৫	
০৫	রিক্সা-ভ্যান প্রকল্প		৮২.৫০	
০৬	নার্সারী প্রকল্প		৩.০০	
০৭	পান চাষ		১৪.০০	
০৮	পোল্টি প্রকল্প		৬.৭৫	
০৯	পাওয়ার ট্রিলার প্রকল্প		৮.০০	
১০	সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প		৯.৩০	
১১	সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ		১৩.০০	
১২	বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প		৮.০০	
১৩	ভেড়া পালন প্রকল্প		১৯৩.৭৩.১০৩	
	মোট		৭৬০.৪১	

সারণি ০১

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল

২০১০ সালের ১২ জানুয়ারী বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক যৌথ ইশতেহার (Joint Communique) স্বাক্ষর এবং২০১১ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের যৌথ বিবৃতির ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল (SRCC) গঠন করা হয়। যৌথ ইশতেহার এবং যৌথ বিবৃতিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য উক্ত সেল কাজ করে আসছে।

যৌথ ইশতেহারে বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের (পরবর্তীতে ৮০০ মিলিয়ন ঋণ ও ২০০ মিলিয়ন অনুদান ডলার অনুদান প্রদান করা হয়। এর আওতায় সড়ক ও রেলওয়ে, ড্রেজার সংগ্রহ, বিআরটিসির কোচ / বাস সংগ্রহ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অন্যতম। ভারতীয় নমনীয় ঋণ এবং অনুদানের আওতায় জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ২৯০ টি ডাবলডেকার বাস, ৮৮টি সিঙ্গেল ডেকার এবং ৫০ টি আর্টিকুলেটেড বাস, ১৬৫ টি Broad Gauge (BG) বগিঅয়েল tank wagons, ৬টি Bogie brake van সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রেলওয়ের ১০টি Broad Gauge (BG) Diesel Electric Locomotive and ৮১টি মিটার Gauge (MG) bogie tank wagon, ০৩টি MG Brake Van সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ১৬টি প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ৭৯৪.১৫ মিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ৭ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২০১৩-২০১৪অর্থ বছর পর্যন্ত ইশতেহারের আওতায় ১৯ টি প্রকল্প/বিষয় এবং ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে।

যৌথ ইশতেহার ও প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রেলপথ বিভাগ, সড়ক বিভাগ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পৃক্ত রয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় গৃহিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও যৌথ ইশতেহারে বর্ণিত অন্যান্য বিষয় যেমন- ট্রানজিট, কানেকটিভিটি, সীমান্তহাট, শিক্ষা, বৃত্তি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার মহোদয়ের সভাপতিত্বে মোট ৪ টি ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

List of Projects/Activities under Joint Communique between India-Bangladesh:

1. Transit-multitateral transit (Nepal/Bhutan & India)
2. Gauhati-Shilong-Sylhet-Dhaka Bus service
3. Borderhaats
4. Numaligarh-Shiliguri Diesel pipeline
5. Shabroom-Ramgarh and Demagiri-Thegamukh L.C.S
6. Sharing of water relating to the river the Feni, the Muhuri, the Manu, the Khowai, the Gumti, the Dharla and the Dudhkumar
7. hydro power projects at Teesta-4 (Sikkim), Moppuh and Tipaimukh
8. Experts level consultation (B IB) and (B INs)
9. River protection embankment
10. River linking projects
11. Inland River Port & Container Depot at Ashuganj
12. Concept paper on coastal Shipping
13. Akhaura-Agartola Railway link
14. Maitree Express Train
15. Khulna-Kolkata Railway service
16. Coal based power plants at Khulna
17. Bangladesh Bhaban at Shantiniketon

List of LoC Projects

1. Procurement of DoubleDecker, Single Decker AC and Articulated Buses for BRTC (Completed)
2. Procurement of 180 (165) BG Tank Wagons and 6 Bogie break vans (Completed)
3. Procurement of 50 nos. MG Flat wagon (BFCT) and 5 nos. MG Brake Van with Air Brake for carrying Container (Completed)
4. Procurement of 30 (16) nos. Broad Gauge (BG) Diesel Electric (DE) Locomotives (Completed)
5. Procurement of 10 nos. Broad Gauge (BG) Diesel Electrict (DE) Locomotives (Completed)
6. Procurement of 100 (81) nos. MG bogie tank wagon and 5 nos. MG brake van with air brake equipment for carrying aviation fuel (completed)
7. Procurement of 170 nos. MG Flat wagon (BFCT) and 11 nos. MG Bogie Brake Van (BBC) with Air break system for carrying container (completed)
8. Procurement of 5 sets (1 set consists of 6 units) of Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) for Bangladesh Railway (Substitued)
9. Procurement of 6 nos. Dredgers and Ancillary Crafts & Assexxories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port- 1 No. BIWTA-3 Nos. BWDB- 2 Nos.)
10. Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study.
11. Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail Lines.
12. Construction of 3rd& 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section and Doubling of Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section including signaling works on Bangladesh Railway
13. Procurement of 70 nos. BG AC Passenger Carriage for Bangladesh Railway
14. Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)
15. “Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway”
16. Replacement and modernization of signaling and interlocking system of 03 stations of Ashuganj-Akhaura section in east zone of Bangladesh Railway.
17. Rooppur Nuclear Power Plant & Use of 300 Scholorships.
18. 500 trucks of BRTC

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU)

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি বিশেষায়িত ইউনিট হিসেবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ হতে সরকারকে সহায়তা করে যাচ্ছে । সরকারি সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে বিরাজমান অবস্থা ও নতুন ধারণার আলোকে কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং উন্নততর নাগরিক সেবা ব্যবস্থার বিকাশ ও অনুশীলনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন বিষয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনেক নতুন ধারণাকে উৎসাহিত করছে। অধিকন্তু নতুন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে যে সেবা প্রদানের ধারায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব তা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে গভর্ণেন্স ইনেভেশন ইউনিট কাজ করছে। জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সুশাসন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার, উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে সরকাকে মহুমাত্রিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করেছে ।

এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সরকারি কাজে 'ইনোভেশন কনসেপ্ট এন্ড আইডিয়া' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট তার খুব স্বল্প পরিসর পথ চলার অভিজ্ঞতায় মনে করে, সরকারি কাজে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মূল বাধা হল সরকারি কর্মচারীদের মানসিকতা, সরকারের ভাল কাজের প্রচার এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমূহের সঠিক নিরুপন সেইসাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সঠিক স্টেকহোল্ডার এনালাইসিস। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে জিআইইউ সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারী ও সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যন্য দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রায় ১০০০ জন কে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সমস্যা চিহ্নিত করণ, পদ্ধতি সহজিকরণ, সমস্যার স্টেক হোল্ডার এনালাইসিস ও কেস স্টাডি এনালাইসিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে । জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিএসসিএমপি প্রকল্পের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আগষ্ট ২০১৩ হতে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত তিন মাসব্যপী এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয় ।

ইনোভেশন ওয়ার্কশপ ও সেমিনার

সারাদেশে জেলাপ্রশাসকের কার্য্যলয় সরকারি সেবা প্রদানে স্থানীয় ভাবে সবচেয়ে বড় একক প্রতিষ্ঠান। তাই জিআইইউ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিএসসিএমপি প্রকল্পের সহায়তায়, জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া আরও সহজীকরণের মানসে সারা দেশের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সিভিল সোসাইটি, সেবা গ্রহিতাদের সমন্বয়ে সিলেট ও বগুড়াতে মোট ০২ টি ০২ দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এই ওয়ার্কশপ সমূহে মোট ৩৫ জেলার প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন। ওয়ার্কশপ গুলোতে প্রাপ্ত পরামর্শ গুলোকে আরও বিশদ পর্যালোচনা করে ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যগ গ্রহন করা হয়েছে। পাইলট হিসেবে টাংগাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সবকয়টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

সিলেটে সিটিজেন চার্টার ও সার্ভিস প্রসেস সিমপিফিকেশন বিষয়ে ওয়ার্কসপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ

স্বল্প সাংগঠনিক শক্তিকে ব্যবহার করে উদ্ভাবনী কর্মকান্ডকে আরও ছড়িতে দিতে, নতুন প্রজন্মের মাঝে সরকারি কাজের উৎসাহ বৃদ্ধিতে এবং সরকারি কাজে তাত্ত্বিক গবেষণার মানসে জিআইইউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে । স্মারক মোতাবেক লোকপ্রশাসন বিভাগের মাস্টার্স বর্ষে গবেষণারত ০৮ জন শিক্ষার্থী জিআইইউতে গবেষণা ও সামগ্রিক সহায়তার জন্য ইন্টার্ণশিপ করে । এধরণের উদ্যোগ ছিল সরকারি কাজে একেবারেই প্রারম্ভিক। এর ফলে সরকারি প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীর অভিজ্ঞতা ও একই বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবর্গের তাত্ত্বিক অধ্যায়নের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে । শিক্ষার্থীগণ ইন্টার্ণশিপ সম্পন্ন করে, প্রায়োগিক গবেষণাও শেষ করেছে। সরকারি কাজে ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ, প্রতিবন্ধকতা, গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিটের সফলতা এবং ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা কার্যক্রম শেষ হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় অবৈধভাবে কিডনী বিক্রি ও প্রতারণাঃ

মানবসম্পদ উন্নয়নে পাবলিক সেক্টরে Innovation culture সৃষ্টির লক্ষ্যে Governance Innovation Unit কর্তৃক Innovation Concepts & Practice of Government Officials শীর্ষকআয়োজিত ৩ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের দলগত একটি আলোচনায় জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় বেআইনিভাবে কিডনী বিক্রি ও প্রতারনা বিষয়ক সমস্যা উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে GIU কর্তৃক পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট এর সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদি GIU পর্যালোচনা করে এবং এ সমস্যাটির পেছনে নিম্নলিখিত কারণ সমূহ চিহ্নিত করে যথাঃ

১। দারিদ্র্য
২। দ্রুত ধনী হওয়ার আকাংক্ষা
৩। শিক্ষার অভাব
৪। পরবর্তী স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে অজ্ঞতা
৫। প্রতারক চক্রের উপস্থিতি
৬। অপর্যাপ্ত সামাজিক সচেতনতা
৭। ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি পরিশোধে অক্ষমতা
৮। ভুল তথ্য দিয়ে আকৃষ্ট করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কারণগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে GIU কর্তৃক স্থানীয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রমকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বেশ কিছু সুপরিশ করা হয় যেমনঃ

১। দারিদ্র নিরসনে স্থানীয় কুটির শিল্পের বিকাশে স্বল্প ঋণে ক্ষুদ্র ব্যবসাকে উৎসাহিত করা।
২। কিডনী বিক্রির কাজে নিয়োজিত দালালদের মনিটরিং এর আওতায় আনা
৩। এ সম্পর্কিত আইনের প্রয়োগ
৪। প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিং
৫। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন জয়পুরহাটে এ সংক্রান্ত তথ্য সমুহ সংরক্ষন করা।

GIU কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগে সাড়া দিয়ে জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে অধিকতর তৎপরতা শুরু করেছে। বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও এনজিওদের নিয়ে সভা সমাবেশ, স্থানীয়ভাবে প্রচারনা ও আইন-শৃংখলা বাহিনীকে দিয়ে গোয়েন্দা নজরদারির ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। কালাই উপজেলা প্রশাসন কিডনী বিক্রির কারনে যে সকল ব্যক্তি শারিরীক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাদেরকে নিয়ে একটি তথ্যবাহুল ভিডিও প্রস্তুতের উদ্যোগ নিয়েছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বিষয়টি নিয়মিতভাবে মনিটরিং করছে।

উপজেলা পরিষদের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট উপজেলা পরিষদের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য উপজেলার যে সকল কার্যালয়ে নিরাপত্তা প্রহরী কর্মরত রয়েছে তাদের সকলের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুপারিশ করে। যা বর্তমানে সকল উপজেলায় কার্যকর করা হয়েছে।

সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উপজেলাতে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরীদের দিয়েই দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে। এ কাজের জন্য নতুন কোন জনবল না লাগাতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হচ্ছেনা। কিন্তু প্রহরা তথা সেবার মান এবং উপজেলা পরিষদ সমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বেশী নিশ্চিত হয়েছে।

উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর এবং সংস্থা সমূহ এবং মন্ত্রণালয় গুলোতে উদ্ভাবনী ধারণা চর্চার লক্ষ্যে কাজ করছে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট। স্বল্পসময়ে, স্বল্পব্যয়ে প্রচলিত আইন/বিধির মধ্য থেকে জনদূর্ভোগ লাঘবে সহায়ক উদ্ভাবনী প্রস্তাব সমূহ-কে সংগ্রহ এবং তা বাস্তবায়ন ও সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি করে থাকে জি.আই.ইউ।

জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ হতে ৯৫ টি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে ১০ টি, বর্গ ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ০৬ টি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ১০ টি, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ০৮টি সহ মোট ১৩৩ টি উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ৫২ টি বাস্তবায়ন যোগ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং জুলাই/২০১৪ এর মধ্যে এগুলো হতে ২০টি বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাল্য বিবাহ ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটঃ

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের উচ্চহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতায় এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম এরুপ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ১৮ মার্চ/২০১৪ তারিখে একটি পরামর্শক সভার আয়োজন করে। আয়োজিত এ সভায় স্বল্প,মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইন্সপেক্টর জেনারেল ও রেজিষ্ট্রেশন-কে নির্দেশনা প্রধান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন-কে কাজে লাগানো হচ্ছে।

GIU যেহেতু ভিন্ন ধারায় উদ্ভাবনী আংগিকে বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজ করছে সেহেতু এখান থেকে প্রথমেই যারা বিয়ে পড়ানোর কাজে নিয়োজিত সেসকল কাজী /ধর্মীয় শিক্ষক/মৌলভীদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কাজী বা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারদের ইউনিয়ন ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরীর জন্য উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যা প্রস্তুতের কাজ চলমান। একই সাথে নিকাহ রেজিষ্ট্রারদের ইউনিয়ন পরিষদে অফিস স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মতে জেলা প্রশাসকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৬৪ জেলা হতে জেলা প্রশাসকগণ নিয়মিতভাবে পরামর্শক সভার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে GIU কে জানাচ্ছেন।

এছাড়াও আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সকল জেলা জজ ও বারকাউন্সিলকে, তথ্য মন্ত্রণালয় চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সকল জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক, (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন) কে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সকল জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সভার সিদ্ধান্ত মতে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ নির্দেশনার বিষয়টি যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা GIU হতে নিয়মিত খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে, এবং বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন নেয়া হচ্ছে।

GIU শুধুমাত্র পরামর্শক সভা করেই তার দায়িত্ব শেষ করেনি। বাল্যবিবাহ বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষনাধর্মী কাজ করার জন্য সকল বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি ডাটাবেজ তৈরীর কাজও করছে।

ভূমির নামজারিকরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ
(Service Process Simplification of Land Mutation)

ভূমির নামজারিকরণ এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো 'Mutation' যার অপর একটি বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'পরিবর্তন'। মূলতঃ ভূমির স্বত্ত্ব পরিবর্তনের ফলে মালিকানা সংক্রান্ত রেকর্ড সংশোধনের প্রক্রিয়াকেই 'নামজারি' বা 'Mutation' বলা হয়। মানুষের স্বাভাবিক জন্ম-মৃত্যুর পাশাপাশি বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমির মালিকানা হস্তান্তর একটি অত্যন্ত নিয়মিত প্রক্রিয়া। 'রেজিস্ট্রেশন (সংশোধন) আইন, ২০০৪' এর মাধ্যমে 'রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮' এর ৫২অ ধারা সংযোজনের ফলে বর্তমানে কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান তার মালিকানাধীন কোন ভূমি বিক্রয় বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করতে চাইলে তাকে অবশ্যই তার মালিকানার স্বপক্ষে সংশোধিত খতিয়ান রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)।

52A. Upon presentation of an instrument of sale of any immovable property, the Registering Officer shall not register the instrument unless the following particulars are included in and attached with the instrument,namely-(a) the latest khatian of the property prepared under the State Acquisition and Tenancy Act, 1950, in the name of the seller, if he is owner of the property otherwise than by inheritance;
..... (The Registration Act, 1908)

এককথায়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি ব্যাতীত যে কোন ভূমির মালিক উক্ত ভূমির মালিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে তার পূর্বে অবশ্যই তাকে উক্ত ভূমির নামজারি সম্পন্ন করতে হবে।

আইনের এই বিধানের ফলশ্রুতিতে 'নামজারি' বা 'Mutation' বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক গৃহীত সেবাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সারাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪০ লক্ষ নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে উদ্ভুত দেওয়ানী মামলার আনুমানিক ৯০ শতাংশ এবং ফৌজদারী মামলার অনূন্য ৭৫ শতাংশের মূল কারণ ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ। সার্বিক বিবেচনায়, ভূমির নামজারি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা। এই সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার সহজীকরণের মাধ্যমে গুণগত উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হলে দেশের বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী এর সুফল পাবে বলে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় SPS এর ক্ষেত্রে 'ভূমির নামজারি' কে অগ্রাধিকার তালিকার শুরুতে রাখা হয় ও এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ভূমির নামজারি সংক্রান্ত সেবাটিকে SPS এর আওতায় আনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গত ১৫ জুন ২০১৪ তারিখে একটি বিশেষ consultation meeting আহবান করা হয়। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় বেশ কয়েকটি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি), কয়েকটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধি তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট একটি বিকল্প পদ্ধতির নামজারির প্রস্তাব করা হয় । এতে সময় এবং সার্ভিস প্রদানের প্রক্রিয়া সহজতর হবে । এটি বর্তমানে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে ।

পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ

বাংলাদেশে পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় অনেক আধুনিক ও সহজ হয়েছে। তথাপি গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট মনে করে, এ প্রক্রিয়াতে আরও ইনোভেশন আনায়ন সম্ভব । এ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে সকল পক্ষের উপস্থিতিতে ইউনিট চিফ প্রফেসর ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে একটি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন পুলিশ, বায়রা, জন্ম নিবন্ধন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, এম আর পি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সংশিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ পেশ করে ।

প্রস্তাব সমূহঃ

১. পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরাসরি নির্বাচন কমিশন হতে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য ব্যাংক ও জন্ম নিবন্ধন তথ্য ব্যাংক হতে তথ্য ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে, যাচাই বাছাই প্রক্রিয়াতে জনগণের হয়রানি অনেকাংশে হ্রাস পাবে ।

২. চাহিদার ভিত্তিতে পাসপোর্ট বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে । এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভেদে ২৪, ৪৮ বা ৬৪ পাতা করা যেতে পারে ।

৩. পাসপোর্ট প্রদানের বৈধতার মেয়াদ ০৫ বছর হতে বাড়িয়ে ১০ বছর করা যেতে পারে ।

৪. অনলাইন গ্রহন প্রক্রিয়া আরও আধুনিয়নের মাধ্যমে দালালদের দৌরাত্ব হ্রাস করা যেতে পারে

৫. যোগাযোগের ঠিকানার অংশে টেলিফোন নম্বর ব্যবহারের স্থানে বাংলাদেশের কান্ট্রিকোড +৮৮ ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয় ।

৬. জনসাধারনের সুবিধার্থে সকল পাসপোর্ট অফিসে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন। ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে, পাসপোর্ট অধিদপ্তর ইতমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহন করেছে এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে ।

GIU এর উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর আওতাধীন সংস্থা সমূহের Performance Management বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । এ লক্ষ্য অর্জনের একটি উল্লেখযোগ্য পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রশাসনের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিশীল প্রশাসনযন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। এ ধরণের একটি প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত-করণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের গুনগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার পাবলিক সেক্টরে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যকে পরিমাপ যোগ্যভাবে তুলে ধরা, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ম্যানেজমেন্ট টুল হিসাবে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় performance agreement ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পারফরমেন্স কন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভিশন, মিশনের আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য নির্বাচন, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কার্যাবলী নির্ধারণ ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পর্যাপ্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা ফলাফলকে পরিমাপযোগ্যভাবে উপস্থাপন, নির্ধারিত ফলাফল অর্জনের কৌশল ও তা অর্জনে সংশিষ্টদের দায়িত্ব পারস্পরিক আলোচনাক্রমে যৌক্তিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের (BEPZA, BEZA, NGOAB, BOI, PPPO) মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই MoU এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের ভিশন, মিশনের আলোকে নির্দিষ্টকৃত উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের লক্ষ্যে Key Performance Indicator বা KPI লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) সামগ্রিকভাবে এই Performance Contracting এর বিষয়ে facilitator এর ভূমিকা পালন করে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে GIU ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে Performance Management ও KPI বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আগামীতে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহকে performance contracting এর আওতায় আনার ক্ষেত্রেও GIU সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যআয়ের দেশ রুপকল্পনায়, সুখি-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার মানসে জনগণকে সবার উপরে তুলে ধরে সরকারি সেবা প্রদানের লক্ষে, সর্বোপরি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।

MOU সাক্ষর অনুষ্ঠান (৩০-০৬-২০১৪)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)

২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

১৯৮৬ সালের ১৫ জুন গঠিত এসএসএফ বর্তমানে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এসএসএফ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবর্গ, সফরকারী সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার ঘোষিত ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী প্রয়োগ, গোয়েন্দা কার্যক্রম, তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের কর্মদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে এসএসএফ এর জন্য আগামীদিনগুলো হবে আরো চ্যালেঞ্জিং। এসএসএফ আগামীদিনগুলোতে সময়োপযোগী নেতৃত্ব, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং বাহিনীর সকল সদস্যের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে আরো বেশি সাফল্য লাভ করবে। সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা এবং উচ্চতম পেশাগত মান ও কার্যকারিতার জন্য এসএসএফ সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ১ম শ্রেণীর ২০৫ জন কর্মকর্তাসহ এ বাহিনীর মোট জনবল ৫১৭ জন।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অত্র সংস্থা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন দেশের নিম্ন বর্ণিত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেঃ

মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
(১৭.১১.২০১-১৯.১১.২০১৩)

কম্পোডিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
(১৬.০৬.২০১৪-১৮.০৬.২০১৪)

প্রিন্স করিম আগা খান
(১৬.০৯.২০১৩-১৭.০৯.২০১৩)

কার্যক্রম :
এ সংস্থা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতির পিতার পরিবারের সদস্যগণের দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব দেশে ও বিদেশে দক্ষতা ও সফলতার সাথে পালন করছে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আগত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী রাষ্ট্র/সরকার প্রধান এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বও সফলতার সাথে পালন করছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন ১১৯টি অস্থায়ী গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় ১জুন ২০১০ হতে স্থায়ী করা হয়েছে।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সে কর্মরত অফিসারদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াও নির্বাচিত অফিসারদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ২০০৯,২০১০,২০১১ এবং ২০১২ইং সালে সর্বমোট ১৫৯ জন অফিসারকে থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপত্তা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বাহিনী কর্তৃক ২০১০ এবং ২০১১ইং সালে প্যালেষ্টাইন প্রেসিডেন্ট গার্ডসের সর্বমোট ৩০জন অফিসারকে ভিআইপি নিরাপত্তার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতির আলোকে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়ের পাশাপাশি ২০১১-১২ অর্থবছরে তিনটি অত্যাধুনিক ভেহিক্যাল মাউন্ডেড রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামার এ সংস্থার নিরাপত্তা সরঞ্জামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সর্বশেষ জাতির পিতার পরিবারের সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ায় অতিরিক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য এই সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্ধন/সংযোজনের কাজ ২০১০ সালে শুরু করে সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হতে বাংলাদেশ সরকারের সদয় পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী একটি সুসংগঠিত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে রূপকল্প-২০৩০ (ভিশন ২০৩০) অনুযায়ী আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ সশস্ত্র বাহিনীর উদ্যোগে বিশ্বের বৃহত্তম মানব পতাকা তৈরীর মাধ্যমে "GUINNESS WORLD RECORDS" এ বাংলাদেশের নাম সংযোজিত হয়।
দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিতকরণ এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের অখন্ডতা রক্ষায় বিশেষ করে সমুদ্র জলসীমানায় দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও অন্যান্য দেশ গঠনমূলক কাজে নৌবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের আকাশসীমা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের নিমিত্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সুষ্ঠুভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য Maritime Search and Rescue Helicopter Ges Transport Trainer Aircraft ক্রয় কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, পাহাড়কাঞ্চনপুর, মৌলভীবাজার ও কক্সবাজারে উন্নতমানের রাডার সংযোজন করা হচ্ছে যা দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে নৌবাহিনীর সাফল্যঃ

>> ফিলিপাইনে ভয়াবহ টাইফুন 'হাইয়ান' এর আঘাতে ব্যাপক জনমালের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে গত ২৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা সমুদ্রজয় এর মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করে।

>> গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির উদ্বোধন করা হয়।

>> চীনে আধুনিক মিসাইল সম্বলিত দুটি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ করা হয়। গত ২৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে বানৌজা নির্মূল ও বানৌজা দূর্জয় নামে জাহাজ দুটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করে।

>> যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনী থেকে দুটি জাহাজ (Off the Shelf) ক্রয় করে বাংলাদেশে আনা হয়।

>> খুলনা শিপইয়ার্ডে পাঁচটি প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ করা হয় যা ২০১৩ সালের বিভিন্ন সময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ

>> জাতিসংঘে বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছে।
>> বর্তমানে ০৯ টি দেশে পরিচালিত ০৯ টি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৭০৮৩ জন শান্তিরক্ষী নিয়োজিত রয়েছেন।
>> সম্প্রতি ১৪২০ জন শান্তিরক্ষীকে নতুন মিশন মালিতে মোতায়েন করা হয়েছে।
>> এযাবত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১,১৩,২৫৮ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। দেশের অতীত ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভৌগোলিক সীমানা লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস, কোনো বিদেশি অনাকাঙ্খিত মতবাদ বা ধারণা প্রচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করার চেষ্টা, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পেশায় অবস্থানপূর্বক ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা এবং বৈধ গণতান্ত্রিক সরকারকে অবৈধ উপায়ে উৎখাত ইত্যাদি কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের বিরুদ্ধে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে বিশেষণ এবং মূল্যায়ন-পূর্বক মতামত ও সুপারিশসহ সরকারকে অবহিত করা এই সংস্থার মূল কাজ। [এ লক্ষ্যে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব নং-৪/৩৮/৭২-রুলস্, তারিখ: ২৯/১২/১৯৭২ এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্মারক নং-পিএমএস-১/৩৪/৭৩-এনএসআই-২৬৩(৫), তারিখ: ১৪/০৩/১৯৭৩ মোতাবেক The Department of National Security Intelligence (NSI) প্রতিষ্ঠা করা হয়]।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মহাপরিচালক এবং ৯ জন পরিচালকের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত মোট জনবল ২,৩২৬। তন্মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছে ২,০০৭ জন এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৩১৯টি। কর্মরত জনবলের মধ্যে কর্মকর্তা ৩৮৮ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১,৬১৯ জন।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্যপদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ / সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২৩২৬	২০৭০	২৫৬	৮২৪+৩+৩+৩ = ৮৩৩
মোট	২৩২৬	২০৭০	২৫৬	৮২৪+৩+৩+৩ = ৮৩৩

সারণি ০২

১.২ শূণ্য পদের বিন্যস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
		১১৬	০০	৮৬	৫৪	২৫৬

সারণি ০৩

পদ সংখ্যা

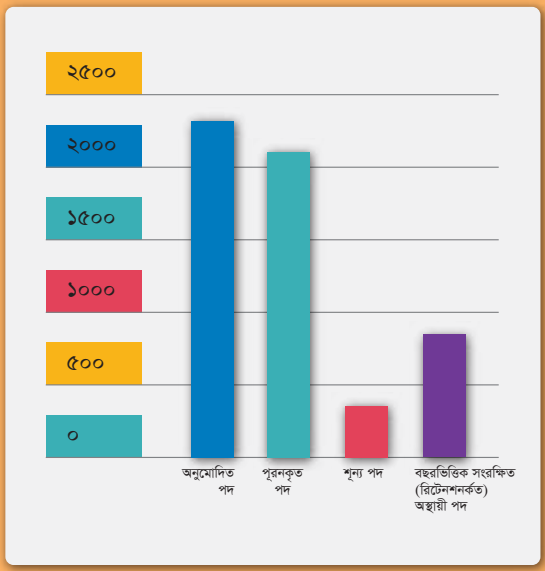

সারণি ০৪

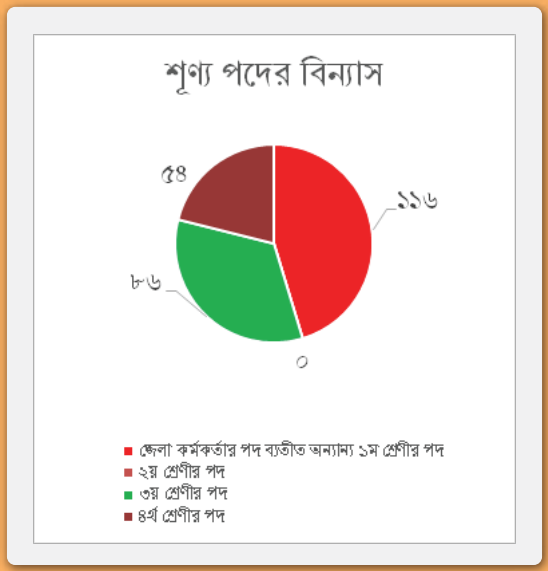

সারণি ০৫

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ শূণ্য থাকলে তার তালিকা প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূণ্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা প্রযোজ্য নয়।

১.৫ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি	৯৩	১৯০	২৮৩
নতুন নিয়োগ প্রদান	০০	১৬৩	১৬৩

সারণি ০৬

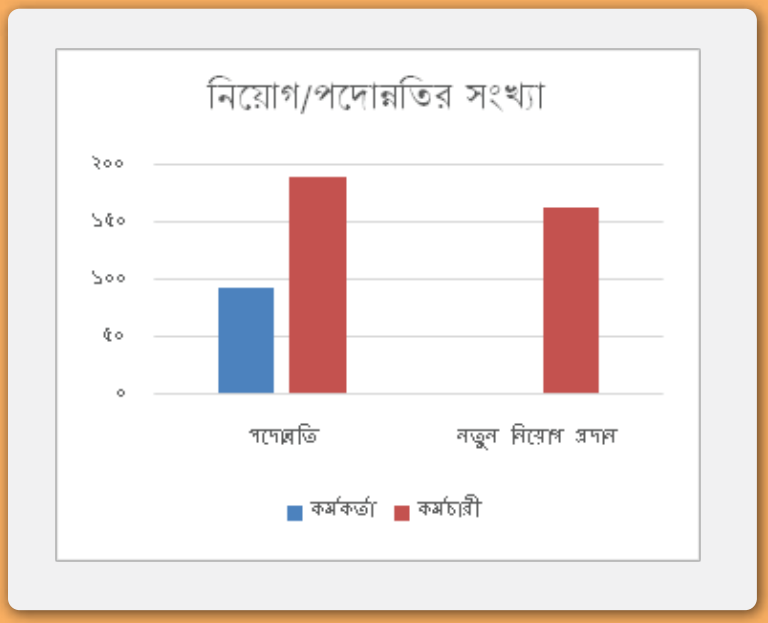

সারণি ০৭

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. দেশের Counter Terrorism (CT) অবস্থা/পরিস্থিতি অনুধাবন করার প্রয়োজনে এবং সরকারকে CT সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহকরণে এবং সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণের নিমিত্তে অত্র সংস্থার তত্ত্বাবধানে Threat Assessment Centre (TAC) গঠন করা হয়েছে। কতিপয় বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা, জঙ্গিবাদের বিরূদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে।

২. CT সংক্রান্ত ব্যাপারেও জঙ্গি সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের Data-base তৈরি করা হয়েছে, যা সরকারের CT অভিযানে প্রভূত সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই Data-base এর তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম, সংগঠন এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রদান করা হচ্ছে।

৩. বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় Intelligence, Security, CT, Telecommunication এবং IT সংক্রান্ত বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে অনুষ্ঠিত কোর্সের পাশাপাশি বিদেশে যেমন- South Korea, Canada, UK, Singapore, India ইত্যাদি দেশে ৫৩ জন কর্মকর্তা উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

৪. পুলিশ এবং অপরাপর গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধির মাধ্যমে Information Sharing এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত বিজিবি'র সাথে অত্র সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে সম্পৃক্ত করে জাতীয় গোয়েন্দা কার্যক্রমকে অধিকতর সমন্বিত ও গতিশীল করা হয়েছে।

৫. বিমানবন্দরে Monitoring এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে Immigration Control ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

৬. অত্র সংস্থার একজন যুগ্ম-পরিচালককে প্রেষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পদায়ন এবং মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাদক দ্রব্য চোরাচালান ও প্রতিরোধ বিষয়ে এনএসআই, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স কোর্স-এ প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তারা মাদকদ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন।

৭. ৩৫২ জন-কে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ও ৯৪টি যানবাহন ক্রয়ের মাধ্যমে গোয়েন্দা কার্যক্রম-কে শক্তিশালী ও গতিশীল করা হয়েছে।

৮. এছাড়াও, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন Think Tank-এর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলস্বরূপ অত্র সংস্থার মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন প্রতিনিধিদের BIISS (দেশে), IISS ও SANGRILA Dialogue Singapore সহ বিভিন্ন Seminar ও Symposium-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকেএবং অত্র সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

বেপজার অধীন বর্তমানে সারাদেশে ০৮টি ইপিজেড রয়েছে। তাদের অবস্থান নিম্নরূপঃ

ইপিজেডসমূহে ৩৮টি দেশের (মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপন, চীন, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালী, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, জার্মানী, ভারত, সুইডেন, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান, পানামা, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নেপাল, মৌরিতাস, আয়ারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, ইউক্রেন ইত্যাদি) বিনিয়োগ রয়েছে।

জাতীয় রপ্তানীতে অবদান

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ইপিজেড সমূহ হতে ৫.৫২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানী সম্পাদিত হয় যা মোট জাতীয় রপ্তানীর ১৮.০৩ শতাংশ।

বিনিয়োগ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ৪০২.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কর্মসংস্থান

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহে ১৫,০০৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৩টি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন প্রদান করা হয় ও ৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে।

ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী বৃদ্ধি

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন পদে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৮.৪৪% থেকে ৪৬.৮০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

ক। এক নজরে তথ্য

১. ইপিজেড সংক্রান্ত তথ্যাবলি

মোট ইপিজেড ০৮টি, মোট আয়তন ২,৩৭২.৮৯ একর, মোট শিল্প প্লট ২,৩৬৪টি, নিজস্ব কারখানা ভবন ৫৫টি (২,৯২,২৯০ বর্গমিটার)।

নারীর ক্ষমতায়ন

ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে ৬৪% নারী শ্রমিক। মহিলা শ্রমিকদের আবাসন এবং প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা, কর্ণফুলী এবং ইশ্বরদী ডরমিটরী এবং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট নির্মাণাধীন। ১৮০০ নারী শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা সম্বলিত ডরমেটরী নির্মাণ সম্পন্ন হলে প্রায় ১১,০০০ নারী শ্রমিক পর্যায়ক্রমে কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। মহিলা শ্রমিকদের শিশু সন্তানদের নিরাপত্তা ও দেখাশুনার জন্য চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা ইপিজেড ও আদমজী ইপিজেডে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং অন্যান্য ইপিজেড এ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য IFC Regional ২৭টি মনোনয়নের মধ্যে IFC CEO Gender Award Second Runner up মর্যাদা লাভ করেছে।

২. শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা- ৪২৮টি (বাংলাদেশী-১২৮টি, বিদেশী-২৩৯টি এবং যৌথ উদ্যোগে ৬১টি), বাস্তবায়নাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-১৩২টি, বিনিয়োগকারী দেশের সংখ্যা-৩৭টি

৩. বিনিয়োগ, রপ্তানী এবং কর্মসংস্থানের তথ্যাবলী

মোট প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ- ৩,১১৮.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানীর পরিমাণ- ৪০,০২৭.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান- ৩,৮৯,০১৭ জন (৬৪% মহিলা), জাতীয় রপ্তানীতে গড় অবদান- ১৭-১৮% (বিগত ১৩ বৎসর)

৪. শ্রমিক কল্যাণ

২০১০ সালে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি ৩৪%-৯৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ইপিজেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি ৪৬% বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইপিজেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের জন্য Social Compliancde ৯৩% এ উন্নীত করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য The EPZ Workers Welfare Association and Industrial Relations Act, ২০১০ শীর্ষক আইন পাশ হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়েছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৬০০ শ্রমিককে বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বেপজার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বতন্ত্র শ্রম আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। ৩৮২টি যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮৮টি প্রতিষ্ঠানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০৮টি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছে। বেপজার ৯০ জন কাউন্সেলর এবং শিল্প সম্পর্ক বিভাগের ৪৫ জন কর্মকর্তা ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম পরিদর্শক হিসেব সাফল্যের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোন ইপিজেড শ্রমিক কালো তালিকা নেই।

৬. বিদ্যুৎ খাত

বেসরকরী উদ্যোগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বাকী ৬টি ইপিজেডে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

পরিবেশগত উন্নয়ন

বেসরকরী উদ্যোগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ শোধনাগার চালু এবং কুমিলা ইপিজেডে নির্মাণাধীন আছে। বেসরকরী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, আদমজী, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪(চার)টি পানি পরিশোধনাগার চালু হয়েছে। ইপিজেডের কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ETP/CETP নিয়মিত তদারকি করার জন্য ২২ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম ইপিকজেডকে গ্রীণ জোন (Low Carbon Zone) হিসেবে প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ইপিজেডে অটোমেশন পদ্ধতিতে আমদানী-রপ্তানী এবং সাব-কন্ট্রাক্ট এর অনুমতি চালু হয়েছে। ইপিজেড সমূহে যোগাযোগের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে ইপিজেডের সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।

৭. রপ্তানী বহুমুখীকরণ

রপ্তানী পণ্যের সংখ্যা ১৫০টি এবং রপ্তানী বাজারের সংখ্যা (দেশ) ১২৪টি। দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানী বহুমূখীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের ইপিজেড সমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা, হিনো গাড়ীর) মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গল্ফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সেসেরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাসক, পোষাক, উইগ, সানগ্লাস, খেলনা, কার্পেট, চপষ্টিক, কফিন ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

৮. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

চট্টগ্রাম ইপিজেড Best Economic Potential ২০১০-২০১১ ক্যাটাগরীতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone Category তে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক এফডিআই ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the Future ২০১২/২০১৩ ক্যাটাগরিতে ৯ম স্থান অর্জন করেছে। জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ করবর্ষে বেপজা পর্যায়ে ৭ম সর্বোচ্চ আয়কর দাতা মনোনীত হয়েছে।

খ। প্রকল্প/কর্মসূচী সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি	
০১	Capacity Building of BEPZA	জুলাই, ১১ হতে ৩০ জুন, ১৬	৭৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা	৩০%	১২.৫৮%

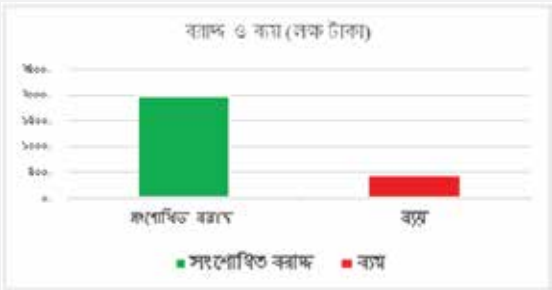

সারণি ০৮

গ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়;

Capacity Building of BEPZA শীর্ষক প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৪৪০.৩৭ লক্ষ টাকা।

ঘ। বেপজা ও জেট্রো এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ২৭ মে ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরকালে জাপানী বিনিয়োগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে টোকিওস্থ জেট্রো সদর দফতরে বেপজা এবং জেট্রোর মধ্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান, এনডিসি, পিএসসি এবং জেটরো বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রতিনিধি মি. কেই কাওয়ানো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক অনুসারে বেপজা এবং জেট্রো ইপিজেডে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন এবং শ্রম ঘণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের জন্য জাপানী বিনিয়োগকারীদের যৌথভাবে সহায়তা করবে। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বেপজার আওতাধীন ০৫টি ইপিজেডে জাপানী বিনিয়োগকারী/ব্যাবসায়ীদের জন্য ৪০টি শিল্প প্ল্যান্ট এবং ২টি কারখানা ভবন সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বেপজা ও জেটরো (JETRO) কর্তৃক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর আওতাধীন ইপিজেডসমূহ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে রপ্তানী ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশের ইপিজেডসমূহে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৪০২.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে যা বিগত যে কোন বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ হয়েছিল ৩২৮.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকৃত বিনিয়োগ ২২.৫৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রায় ৫.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করেছে যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী অর্জিত হয়েছে। গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ইপিজেডে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বেপজার আওতাধীন ইপিজেডে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৭৭। বেপজা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৫,০০৯ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

বহুমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের পশ্চাৎপদ এবং অনুন্নত অঞ্চলসহ সকল সম্ভাবনাময় এলাকার "অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ২০১০ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি) বিধিমালা ২০১৪তারিখে বাংলাদেশগেজেটে প্রকাশিত হয়।

২। বেজা'র গভর্ণিং বোর্ডের ১ম সভায় ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে-

ক. সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার নিয়োগের জন্য EOI আহবান করা হয়। সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানকে এবং মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ২টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীনএবং মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০৫ একর জমি বেজা'র অনুকূলে হস্তান্তরও দখল গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, গহিরা অর্থনৈতিক অঞ্চল (আনোয়ারা, চট্টগ্রাম) এবং শেরপুর (মৌলভীবাজার) অর্থনৈতিক অঞ্চলের Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিগত ১৫/০৬/২০১৪ তারিখের সভায় নিম্নোক্ত স্থানসমূহ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিকভাবে নিমিত্ত নির্বাচন করা হয়।

স্থানের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
ক. ময়নামতি, কুমিলা	১০৩.৩৬৫
খ. ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	১১৪.২৮
গ. জামালপুর সদর, জামালপুর	৪৮৮.০০
ঘ. ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	৪৭৭.১৬
ঙ. আগৈলঝাড়া, বরিশাল	৩০০.০০
চ. পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	১১৩.১৯
ছ. ভোলা সদর, ভোলা	৩০৪.০৭

সারণি ০৯

৪। "বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, ফেজ-১" প্রকল্পটি বিগত ০৩.০৬.২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮১৯৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২২৫.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৯৭০.০০ লক্ষ)।

৫। **২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়**

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০৮৩.০০	৩৩.০০	২০৫০.০০	১৭৫০.০০	২৫.০০	১৭২৫.০০	৫৮৮.০০	১৯.১০	৫৬৯.০৫

সারণি ১০

বিনিয়োগ বোর্ড

প্রতিবেদনাধীন বছর ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) এ বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

ক. বিনিয়োগ সম্পর্কিত সেবা প্রদান

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড অফিস হতে মোট ২৭২৮ জনকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ (Pre-investment Counselling) প্রদান করা হয়েছে এবং বিমান বন্দরে সৌজন্য সেবা (Courtesy Service) প্রদান করা হয়েছে ৮৭ জনকে। তা'ছাড়া উক্ত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অনুমতি প্রাপ্ত বিদেশী কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ও লিয়াজোঁ অফিসের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিনিয়োগ বোর্ড ওয়েলকাম সার্ভিস ডেস্ক হতে ৩৯৬ জনকে Visa on Arrival এর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

খ. নিবন্ধিত শিল্পের বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) অর্থ বছরে বিনিয়োগ বোর্ড থেকে (বিভাগীয় অফিসসমুহসহ) মোট ১৪৩২ টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও উক্ত সময় বিদ্যমান শিল্পের অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমান দাঁড়ায় টাকা:৬৮২৯১১.২৭৯ মিলিয়ন (আনুমানিক মার্কিন ডলার ৮৭৭৫.৫১৪ মিলিয়ন)। নিবন্ধিত শিল্পে মোট ২২৪৯৪৩ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। উলিখিত নিবন্ধিত শিল্পের স্থানীয় এবং যৌথ ও ১০০% বৈদেশিক বিনিয়োগের বিভাজন নিম্নে প্রদর্শিত হ'লঃ-

(১) ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) অর্থ বছরে বিনিয়োগ বোর্ডে (বিভাগীয় অফিসসমুহসহ) স্থানীয় বিনিয়োগে মোট ১৩০৮ টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ও বিদ্যমান শিল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করায় মোট বিনিয়োগের পরিমান দাঁড়ায় টা: ৪৯৭৫৯৩.২৪৫ মিলিয়ন (আনুমানিক মার্কিন ডলার ৬৩৯২.৩০০ মিলিয়ন)। উল্লেখিত শিল্প প্রকল্পগুলিতে মোট ১৯৯৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

(২) একই অর্থ বছরে (জুলাই-জুন) যৌথ ও ১০০% বিদেশী বিনিয়োগে মোট ১২৪ টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মোট প্রস্তাবিত বিনিয়াগ এবং বিদ্যমান শিল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করায় মোট বিনিয়োগের পরিমান দাড়ায় টা: ১৮৫৩১৮.০৩৪ মিলিয়ন (আনুমানিক মার্কিন ডলার ২৩৮৩.২১২ মিলিয়ন)। শিল্প প্রকল্পগুলিতে মোট ২৫৪৪৩ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্তপ্রবাহ (FDI Inflow)

২০১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) দেশে মোট ১৫৯৯.১৬ মিলিয়ন মা: ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্তর্প্রবাহ Foreign Director Invest Inflow হয়েছে। উক্ত মোট FDI Inflow এর মধ্যে Export Processing Zone (EPZ) এলাকায় Inflow হয়েছে ৩৫২.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২২.০২%) এবং Non-EPZ এলাকায় Inflow হয়েছে ১২৪৭০.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭৭.৯৮%)। উল্লেখ্য যে, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই জরিপ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ঘ. বিদেশীদের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মানুমতি (Work Permit) পরিস্থিতি

(১) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্পে প্রধানতঃ টেকনোলজি ট্রান্সফারের নিমিত্ত এবং শিল্প প্রকল্পে কাজ করার জন্য বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে লিয়াজো অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস এবং বায়িং হাউজের অনুকূলে ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) অর্থ বছর মোট ৫৪২২ জন বিদেশীর অনুকূলে নতুন ওয়ার্ক পারমিট এবং বিদ্যমান ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডারদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

(২) একই সময়ে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বেসরকারি খাতে বিদেশী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ অফিস, প্রতিনিধি অফিস, লিয়াজোঁ অফিস, বাইং হাউজ ইত্যাদি স্থাপনের অনুমতি এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের নিমিত্ত গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাগুলিতে নতুন ও বিদ্যমান ৯৬টি বিদেশী ব্রাঞ্চ অফিস এবং ২১৫টি লিয়াজোঁ অফিসের ও ৭টি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের অনুমোদন দেয়া হয়।

ঙ. শিল্প আই আর সি'র সুপারিশ

উলিখিত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানি ও যন্ত্রপাতি ছাড়ের লক্ষ্যে মোট ১৬৭৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিল্প আই আর সি (এড-হক ও নিয়মিত) প্রদানের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুপারিশ পত্র প্রেরণ করা হয়।

চ. ইম্পোর্ট পারমিট ও প্রত্যয়ন পত্র সুবিধা প্রদান

বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশী উদ্যোক্তাদের সমমূলধন (Equity) দ্বারা দেশে ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকেই সরাসরি বিদেশ থেকে প্রেরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ছাড় করার লক্ষ্যে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে মোট ১০১টি ইম্পোর্ট পারমিট জারির সুপারিশ পত্র প্রেরণ করা হয় ও মূলধনী যন্ত্রপাতি ছাড়করনের লক্ষ্যে ৪৭১টি প্রত্যয়ন পত্র জারী করা হয়।

ছ. বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা ফিস প্রত্যাবাসন অনুমোদন

২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) অর্থ বছরে বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৫৮ টি প্রস্তাবের মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও Goodwill ব্যবহারের জন্য বিধি অনুসরণপূর্বক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিকট ফিস প্রত্যাবাসনের জন্য Technical Know-how fee, Technical Assistance fee, Other Technical fees and Royalty বাবদ টা: ৭৮০৮.৮৯৩ মিলিয়ন অনুমোদন দেয়া হয়।

জ. বিনিয়োগ বোর্ডের প্রকাশনা

FDI Trend in Bangladesh শীর্ষক Round Table Dialogue প্রকাশ করা হয়েছে।

ঝ. ওয়ান স্টপ সার্ভিস

বিনিয়োগ বোর্ডে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের পর ওয়ান স্টপ সেলের আওতায় জন-উপযোগমূলক সেবাসমূহ যেমন: ভূমি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পানি ও পয়:নিস্কাশনসহ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ও সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

Policy Advocacy

১. জাতীয় ঔষধ নীতিমালা-২০১৩ এর খসড়ার উপর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামত প্রেরণ

২. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা আইন-২০১৩ উপর মতামত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়;

৩. জাতীয় হস্ত ও কারু শিল্প নীতিমালা খসড়ার উপর মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;

৪. বেসরকারি সেক্টরে Inland Container Terminal (ICT) নির্মাণের খসড়া নির্দেশিকার উপর মতামত নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;

৫. বাংলাদেশে বিনিয়োগ নীতিমালা পর্যালোচনা বা Investment Policy Review (IPR) সংক্রান্ত প্রতিবেদন চুড়ান্ত করার পূর্বে বিনিয়োগ বোর্ডের সুচিন্তিত মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬. IDB-Social Business Initiative (SBI) এর আওতায় তিনটি Joint Venture প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত খসড়া নীতিমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

৭. আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ তে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাজেট মতামত/প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮. সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা ২০১৪ সংশোধনের বিষয়ে মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঞ. E-Governance কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমুহঃ-

(1) Online Registration System (ORS):
বিনিয়োগকারীগণ যাতে তাঁদের বিদ্যমান/প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সহজে ও দ্রুততার সাথে বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধিত হতে পারেন, সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডে চালু রয়েছে Online Registration System (ORS) সম্প্রতি ORS এর ব্যপ্তি আরও বাড়িয়ে বিনিয়োগ বোর্ড প্রদত্ত অন্যান্য সেবাসমূহকে এর আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সে সাথে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নকল্পে সরকারের অন্যান্য সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিটি কর্পোরেশনসহ বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রমের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এর মধ্যে Intra-network স্থাপনের মধ্যদিয়ে অভ্যন্তরীণ তথ্যাগার স্থাপনের কাজও প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) BOI Online Service Tracking System (BOST):
বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যাবলী Automation এবং গ্রাহক সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে BOI Online Service Tracking System (BOST) নামে একটি File Tracking System স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের File এর গতিবিধি সার্বক্ষনিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

(৩) Business Law:
বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতরকরনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড বাংলাদেশের সংশিষ্ট বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক আইন এবং এর অধীন সংশিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং এসআরও-কে ইলেক্ট্রনিক ফরমেটে Businesslaws (www.businesslaws.boi.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। এই website-টিতে দেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসা সংক্রান্ত ৪৭টি আইন Upload করে হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া এর Menu এবং Sub menu তে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বান্ধব করার লক্ষ্যে বিজনেস লজ ওয়েবসাইট কমিটি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(৪) Website:
বিনিয়োগ বোর্ডে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম, বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো Upload করে বিনিয়োগ বোর্ডের নিজস্ব Website টি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

(৫) Internet:
বিনিয়োগ বোর্ডের কাজের সুবিধার্থে Internet System সহ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের ধরণ/প্রয়োজন অনুযায়ী Internet bandwidth control system চালু রয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন
২০১৩-২০১৪ (জুলাই-জুন) অর্থবছরে ১০৮টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৪৭.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

ট. বিনিয়োগ বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মান

বিগত ১৮ জুন, ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও-এ নির্মিতব্য ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৪তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পটি গত ২১.০৬.২০১১ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের ৯,৮৩৪.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ডিপিপিতে নির্ধারিত আছে। ২০১১-১২, ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৪০১.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ঠ. সভা, সেমিনার ও রোড-শো

দেশে বিনিয়োগ প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক দেশী ও বিদেশী চেম্বার, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগ প্রতিনিধি দলের সাথে বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন সভা/সেমিনার/রোডশো অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১) সভা, সেমিনার

ক. দেশে বিনিয়োগকে আকর্ষণ, বিনিয়োগ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মরিসাস বিনিয়োগ বোর্ড এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের অনুমোদনক্রমে একটি Non-committal Memorandum of Understanding স্বাক্ষরিতহয়েছে।

খ. বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী, দেশের শীর্ষস্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি, সরকারি-আধা-সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউজ এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মাননীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিনিয়োগ বোর্ডে গত ২৭.১২.২০১৩ তারিখে একটি State of the Economy শীর্ষক Round Table Dialogue অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ) বাংলাদেশের কৃষিখাত কে আরো বেগবান ও শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিনিয়োগবোর্ড কর্তৃক Agribusiness Advisory Committee (AAC) গঠন করা হয় এবং বিগত ০৮.০৪.২০১৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী, দেশের শীর্ষস্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি, সরকারি-আধা-সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউজ এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মাননীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিনিয়োগ বোর্ডে গত ৩০.০৪.২০১৪ তারিখে একটি State of the Economy শীর্ষক Round Table Dialogue অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঙ. বাংলাদেশের কৃষিখাতকে আরো বেগবান ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক Agribusiness Advisory Committee (AAC) গঠন করা হয় এবং বিগত ২৮.০৫.২০১৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চ. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী, দেশের শীর্ষস্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি, সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউজ এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মাননীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে UNCTAD কর্তৃক প্রেরিত Launching Ceremony of World Investment Report -২০১৪ গত ২৪.০৬.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস

১. কার্যাবলীঃ

ক. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির জন্য উপযোগী কোন প্রকল্পে বেসরকারি খাতকে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা;

খ. প্রকল্পের যোগ্যতা, প্রকল্পের উন্নয়ন, প্রকল্পের নির্বাচন সম্পর্কিত প্রশাসনিক পদ্ধতির বিষয়ে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত নীতির সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

গ. অনুরুদ্ধ হইলে মন্ত্রিসভা কমিটিকে যেকোন প্রকার সমর্থন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

ঘ. কোন প্রকল্প. অর্থায়ন ও সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণ বিষয়ে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং সকল সংশিষ্ট সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

ঙ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সকল বিষয়ে কারিগরি ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির নির্দেশাবলী, প্রমিত যোগ্যতা আহবান দলিল, প্রস্তাব আহবান দলিল এবং অংশীদারিত্ব চুক্তির নমুনা দলিল উদ্ভাবন করা এবং উহাদের ওপর লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিভাগের মতামত/নিরীক্ষা গ্রহণ করা;

চ. এ আইনের অধীনে বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন পদ্ধতি পরিবীক্ষণ করা, এবং, সরকার বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাবি করা হইলে, অনুরূপ নির্বাচন পদ্ধতির পুনরীক্ষণের সুযোগ প্রদান করা;

ছ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;

জ. অংশীদারিত্ব প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করা;

ঝ. কোন প্রকল্পের জন্য পরামর্শ সেবা বা অন্য কোন উপদেষ্টা সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য কার্যকরী, এবং এইরূপ নিয়োগের জন্য পরামর্শক বা উপদেষ্টা নির্বাচনের পদ্ধতি অনুমোদন করা;

ঞ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ে বাংলাদেশে সচেতনতা এবং সমর্থন উৎসাহিত করা;

ট. প্রকল্পের জন্য পরামর্শক এবং বিশেষজ্ঞগণের প্যানেল নিয়োগ ও সংরক্ষণ করা;

ঠ. একটি হালনাগাদকৃত ইন্টারনেট পোর্টাল সংরক্ষণ করা যাহার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক সকল আইন, বিধি, প্রবিধি আদর্শ দলিলে সর্বসাধারণের অভিগম্যতা থাকিবে, এবং যাহার মাধ্যমে দরপত্রদাতাগণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণের অগ্রগতি উদঘাটন করার অতিরিক্ত নিরাপদ অভিগম্যতা থাকিবে;

ড. কারিগরি সহায়তা তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা করা;

ঢ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য সামর্থ্য বিনির্মাণ ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

ণ. সরকার কর্তৃক উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

২. বাজেট

২০১২-১৩ অর্থ বছর ১.২৮ কোটি ব্যয় ১.০৮ কোটি।
২০১৩-১৪ অর্থ বছর বাজেট ১.৬০ কোটি ব্যয় ১.৩০ কোটি (প্রায়)

সংস্থার সত্মর অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	অনুমোদিত পদ*	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
	১৯	১৫	৪	পদায়ন করা হয়নি
মোট	১৯	১৫	৪	

সারণি ১১

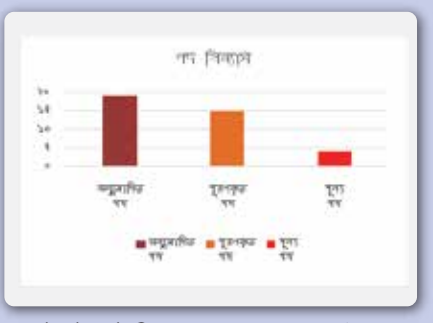

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট)

৩. *প্রশাসনিক পরিস্থিতি*

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
০	০	৪	০	০	০	৪

সারণি ১২

শূন্য পদের বিন্যাস

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
প্রশিক্ষণ-০৫	১৫০ জন

সারণি ১৩

৪.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ০৫ জন

৫. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৪ টি	৭০০

সারণি ১৪

৬. তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না
১৫ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

সারণি ১৫

একনজরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

(১) সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৪ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

(২) পিপিপি পাইপ লাইনে ৪৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ৩৯টি প্রকল্প অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে।

(৩) ১৯টি প্রকল্প বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

(৪) ০২টি প্রকল্পের চূড়ান্ত বিডিং প্রক্রিয়াধীন।

সারণি ১৬

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন

বেসরকারিকরণ কার্যক্রমের পটভূমি

বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াটি বিশ্ব-অর্থনীতিতে খুব বেশি পুরানো না হওয়া সত্ত্বেও তা উন্নত বা উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য হিসেবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়েছে। বেসরকারিকরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এখন আর প্রশ্ন নেই; বরং কত দ্রুত ও কী কী সহজ পদ্ধতিতে বেসরকারিকরণের কাজটি করা সম্ভব সেটিই এখন বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। শিল্প ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধিকতর দক্ষতা, অধিকতর উৎপাদন ও কার্যকর সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটেছে বলেই বেসরকারিকরণের ধারণা এখন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত।

অর্থনৈতিক উদারিকরণ ও সমগ্র বিশ্বে বাজার অর্থনীতির বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকারও বেসরকারিকরণ খাতের দ্রুত উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সে লক্ষ্যে সরকার উৎপাদন, ব্যাংকিং, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, এমনকি শিক্ষা খাতে ব্যাপক ব্যক্তি-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের শিল্পায়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃটিশ শাসনামলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পখাত পরিচালিত হতো। আবার পাকিস্তান আমলেও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল। এ সময়ে দেশের বৃহৎ বৃহৎ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, যোগাযোগসহ পলী উন্নয়ন মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে করা হয়। বিনিয়োগের পরিমাণ অধিক ও তা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ব্যক্তি উদ্যোক্তারা বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে এ সব খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ব্যতিত গত্যন্তর ছিলনা। এ সময় সরকারি বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংক এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগিতা নেয়া হতো। পরবর্তীতে কিছু কিছু স্থানীয় উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিশেষত পাটশিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি অনেক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। তাঁদের পরিত্যক্ত এসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ লোকের অভাব দেখা দেয় এবং এর ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সে সময়ে এ সব প্রতিষ্ঠান বিক্রির মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়; কিন্তু সেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের বাধার মুখে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আবার মালিকানা নির্বিশেষে ১৯৭২ সালে বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানমূহ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এর আওতায় ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গঠন করা হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য কয়েকটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এ সময়ে শিল্প উৎপাদনে এক ধরণের একক রাষ্ট্রীয় অধিকার সৃষ্টি হয়। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে ট্রেড ইউনিয়নের আধিপত্য, জনবলের আধিক্য এবং ব্যবস্থাপকদের পেশাদারিত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ আশানুরূপ অবদান রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় এবং কালক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত অচল হয়ে পড়ে। এ সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে অবমুক্ত করে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার ধারণা জোরদার হতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করে।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি শিথিল করা হয় এবং বেসরকারিকরণ শুরু হয়। এ সময়ে সরকার ঘোষিত সংশোধিত শিল্পনীতিতে শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সীমিত করে ব্যক্তিমালিকানার সীমা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া, এ সময়ে ব্যক্তি পর্যায়ে ও বিদেশিদের সাথে যৌথ মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠা, ট্যাক্স হলিডেসহ প্রাসঙ্গিক আরও কিছু ব্যবস্থা চালু করার কারণে এ সময়ে শিল্পখাতে ব্যক্তির অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সালে ঘোষিত নতুন শিল্পনীতিতে ৮ ধরনের শিল্প সরকারি শিল্প হিসেবে সংরক্ষণ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৯ ধরনের শিল্প বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। মূলত এ শিল্পনীতির দ্বারাই দ্রুত বেসরকারি খাতের বিকাশ শুরু হয়। পরিবর্তিত এ নীতিমালার আওতায় প্রাথমিকভাবে ১২০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাক্তন বাংলাদেশি

মালিকদের ফেরৎ দেয়া হয় এবং ১৯৮১ সালের মধ্যে ২২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়। এদিকে ১৯৭৬-১৯৭৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ সময়ে ব্যক্তিখাতের উৎপাদন সরকারি খাতের শিল্প উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক থেকে প্রদত্ত শিল্পঋণের ৯০% দেয়া হয় ব্যক্তিখাতে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে। এ সময়ে ব্যক্তিখাতের শিল্পর বিকাশের জন্য শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে প্রদেয় কাস্টমস ডিউটিতে রিবেট, সুদ মওকুফ, দেশিয় উৎপাদিত পণ্যের প্রটেকশন ইত্যাদি সহায়ক কিছু নীতি গ্রহণ করা হয় ব্যক্তিখাতের শিল্পকে বিকাশের জন্য।

আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আশির দশকের প্রথমার্ধে পাট ও বস্ত্র খাতের বেশকিছু শিল্প বেসরকারিকরণ করা হয়। এদিকে ১৯৮২ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর আওতায় ১৯৮৫ সালের মধ্যে ২২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়। এ সময়ে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেয়া, প্রাক্তন বাংলাদেশি মালিকদেরকে তাঁদের মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ফেরৎ প্রদান এবং কোন প্রতিষ্ঠানের ৪৯% ভাগ সরকারি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে তা বেসরকারিকরণ করা হয়।

সরকার ১৯৯১ সালে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এ সময়ে ঘোষিত উদার শিল্পনীতিতে বেসরকারিকরণকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। অবশ্য এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতার অভাবে এ কমিটি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ অবস্থায় ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠন করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ পরবর্তীতে চলে যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কাছে। এরপর প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড ১৯৯৪ সালে বেসরকারিকরণের জন্য সহায়ক আরেকটি নীতিমালা প্রনয়ণ করে। সংক্ষিপ্ত এ নীতিমালায় দেশে বিদ্যমান বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াকে আরো সময়ানুগ, সু-সংহত ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়। এতে বেসরকারিকরণের জন্য চিহ্নিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, লাভজনক ও অলাভজনক সকল সরকারি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণের সার্বিক দায়িত্ব প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। উক্ত নীতিমালায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল্যায়নের একটি সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। এ নীতিমালার আওতায় ক্রেতাকে বেসরকারিকরণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে ও পরিশোধ করতে হতো। উক্ত নীতিমালায় বিক্রির ইচ্ছাপত্র জারী, ডাউন পেমেন্ট, কিস্তিতে মূল্যপরিশোধ, ক্রেতা কর্তৃক শর্তহীন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, রিবেট প্রদান ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আরেকটি সংক্ষিপ্ত নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। এতে ১৯৯৪ সালের নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র দাখিল ও মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি ঠিক রাখা হলেও দরপত্র বিশেষণ পদ্ধতি নতুনভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। নতুন নীতিমালায় দরপত্র খোলার ৬০ দিনের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার বাধ্যবাধকতা করা হয় এবংইচ্ছাপত্র জারীর ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়; ব্যর্থতায় ক্রেতা প্রদত্ত অর্থ ব্যাংকের ডিপোজিট একাউন্টে জমা রেখে অর্জিত সুদ ক্রেতাকে ফেরৎ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১৯৯৪ এবং ১৯৯৬ সালের নীতিমালার আওতায় বেসরকারিকরণ কার্যক্রম চলে আসলেও এ দু'টি নীতিমালায় বেসরকারিকরণ বিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিলনা বিধায় নানারকম জটিলতার উদ্ভব হয়। ক্রমবর্ধমান যৌক্তিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বেসরকারিকরণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বেসরকারিকরণ আইন, ২০০০ গৃহীত হয়। বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে 'বেসরকারিকরণ কমিশন' প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়। অন্যূন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ১ জন চেয়ারম্যান, সংসদ

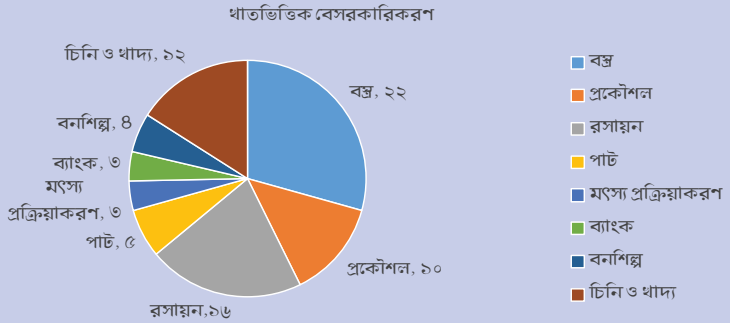

নেতা কর্তৃক মনোনীত ৬ জন সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে কর্মরত সরকারের ৫ জন সচিব, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি, সরকার কর্তৃক মনোনীত পেশাজীবী সংগঠনের ১জন প্রতিনিধি এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে কর্মরত সরকারের সচিব বা অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ২ জন সার্বক্ষণিক সদস্য সমন্বয়ে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠনের বিধান করা হয়। প্রণীত এ আইনে কমিশনের কার্যাবলী এবং বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। এর আওতায় ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণের ভার কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং এর অধিক মূল্যের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অনুমোদনের বিধান করা হয়।

বর্ণিত বেসরকারিকরণ আইন, ২০০০ এর ১১(১) ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারিকরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের বিধান করা হয় এবং আইনের ২৬ ধারায় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বেসরকারিকরণের জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিধান রাখা হয়। এর ভিত্তিতে ২০০১ সালে বেসরকারিকরণ নীতিমালা, ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। প্রকাশিত এ নীতিমালায় বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্য হিসেবে: (ক) দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ (খ) বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বিদেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন (গ) রাজস্ব প্রাপ্তি (ঘ) লোকসানি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পদ অবমুক্ত করে অন্যান্য সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ (ঙ)

প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তা সংরক্ষণকে নির্ধারণ করা হয়। এ নীতিমালায় কেবলমাত্র একটি বিধানের আওতায় একমাত্র সংস্থা হিসেবে বেসরকারিকরণ কমিশনকে বেসরকারিকরণের যাবতীয় দায়িত্ব দেয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন অনুসৃত পদ্ধতি ও শর্তারোপের মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করতে গিয়ে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেজন্যই এরূপ একক দায়িত্ব দেয়া হয়।

বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কাজ হচ্ছে দেশের রুগ্ণ ও বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা। বেসরকারিকরণ প্রবিধানমালা অনুসারে ১২ ধরণের পদ্ধতির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা যায়। পদ্ধতিগুলো এরূপ: (১) দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি (২) শেয়ার বাজারে বিক্রি (৩) স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে আংশিক শেয়ার হস্তান্তর (৪) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সরকারি শেয়ার বিক্রি (৫) মিশ্র-বিক্রি পদ্ধতি (৬) লোকসানি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা (৭) কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি (৮) ব্যবস্থাপনা চুক্তি (৯) ইজারা প্রদান (১০) সরাসরি সম্পদ বিক্রি বা অবসায়ন বা লিকুইডেশন বা গোটানো (১১) বাণিজ্যিকিকরণ বা যৌথ সংস্থাভুক্তকরণ এবং (১২) অন্যান্য পদ্ধতি। এসব পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি। মূলত এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই প্রাইভেটাইজেশন কমিশন বেসরকারিকরণ করে থাকে। বর্তমান প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের পূর্বসূরী হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড। প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠনের পর হতে অদ্যাবধি মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

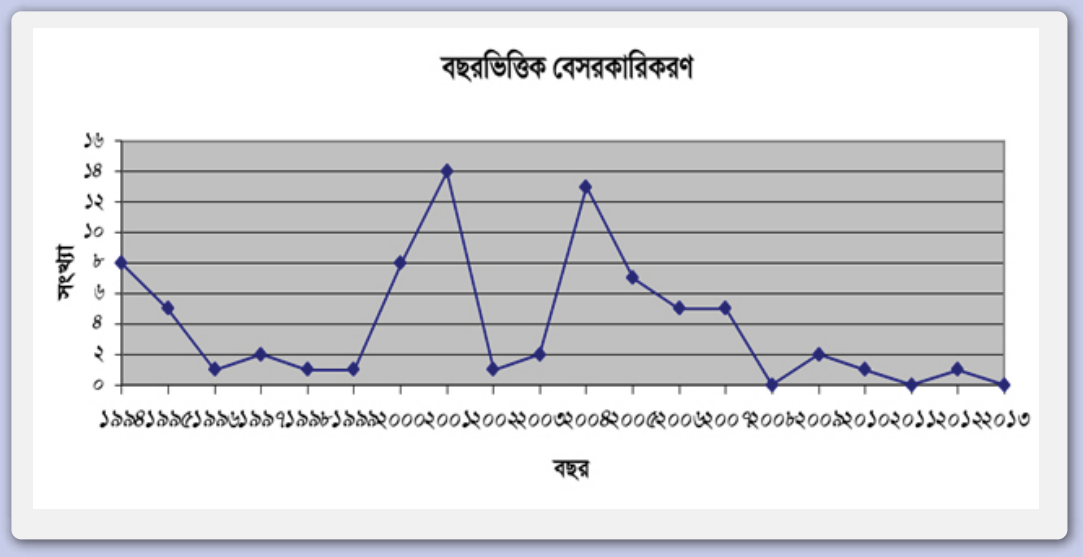

হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবস্থা

প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি বেসরকারিকরণকৃত ৭৭ (সাতাত্তর)টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৫(পঁচাত্তর)টি প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষাকালে ৭৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি (৫৮.৬৭%) প্রতিষ্ঠান বেশ লাভজনকভাবে চালু ছিল। তবে অকেজো যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ৩১টি প্রতিষ্ঠান ঐ সময় পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়নি; অবশ্য উক্ত ৩১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমীক্ষাকালে চালুর প্রক্রিয়াধীন থাকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৬টি (২১.৩৩%)। অন্যদিকে, সে সময়ে বন্ধ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৫টি (২০%); এসব প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য অবশ্য কমিশন হতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ করা আবশ্যক, চালু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই এখন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে আছে। অন্যদিকে, সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে ২টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হলেও তা ঐ সময় পর্যন্ত হস্তান্তরিত না হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠান ২টি সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। উল্লেখিত ২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১টি প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে চালু আছে এবং ১টি প্রতিষ্ঠান চালুর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্ণিত ৭৭টি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে প্রায় সাড়ে সাত শত কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে সরকারের প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। অন্যদিকে, বর্ণিত ৭৭টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের পূর্বে সেগুলোতে মোট জনবল ছিল প্রায় ৩১,০০০; কিন্তু বেসরকারিকরণের পর এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল বৃদ্ধি পেয়ে তা প্রায় ৯০,০০০-এ উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ জনবল প্রায় ২৯০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

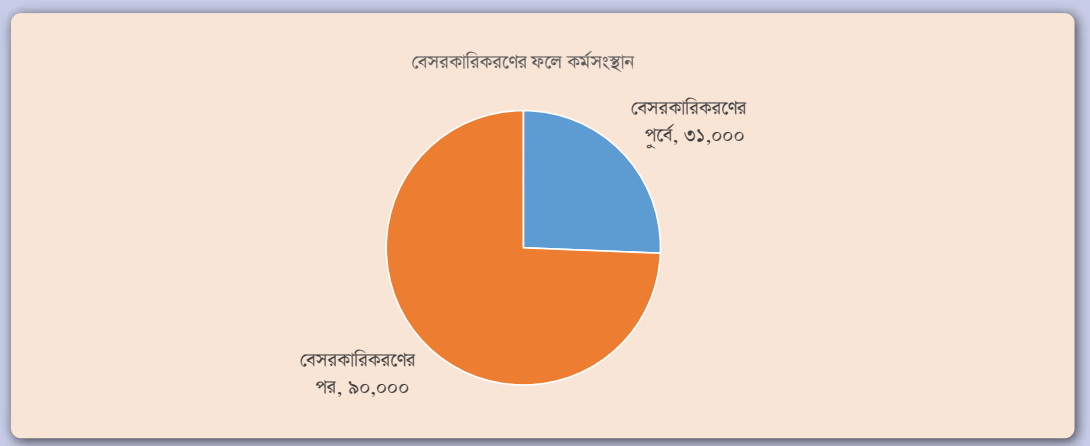

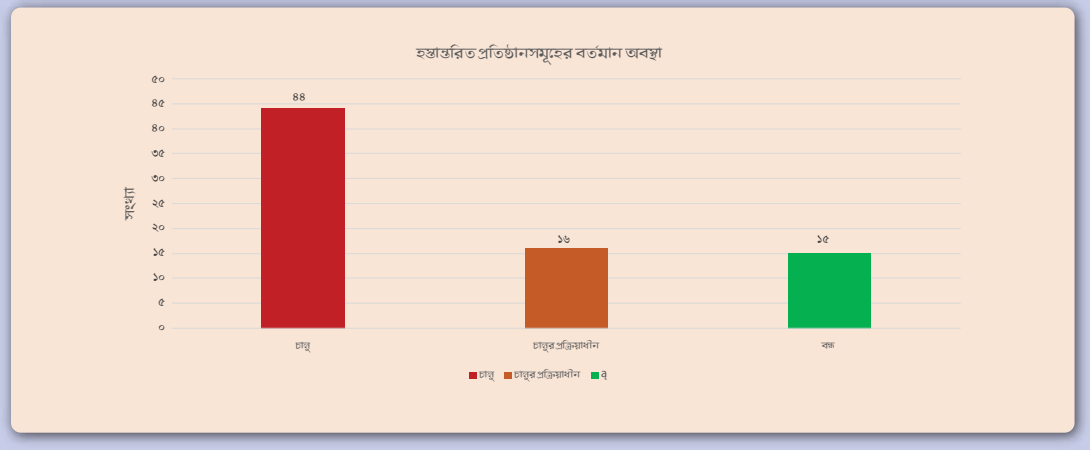

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে বেসরকারি স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭১ সালের আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে প্রায় ১(এক) কোটি বাংলাদেশের নাগরিক ভারতে শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎকালীন সময়ে তাদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য Oxfam, World vision কতিপয় আন্তর্জাতিক স্বেচছাসেবী সংস্থা এগিয়ে আসে। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশের পুনর্গঠনে দেশী-বিদেশী অনেক এনজিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তখন মূলতঃ এনজিও কার্যক্রম ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং চিকিৎসা সেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বেসরকারি স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পুষ্টি, দারিদ্র বিমোচন,নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ইলেকশন মনিটরিং, জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রায় সকল সেক্টরে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সমন্বয় সাধন করে বেসরকারি স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহও নিরন্তরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সরকার কর্তৃক ঘোষিত এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পাশাপাশি এনজিওরাও তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচেছ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওসমূহের কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করছে করছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো । বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বেসরকারি স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহ ৫৫৩৬ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদানে বিভিন্ন খাতে ১১১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে- যা দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

এ প্রেক্ষিতে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক খাতে এনজিওসমূহ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তার তথ্যাদি নিম্নে পেশ করা হলোঃ

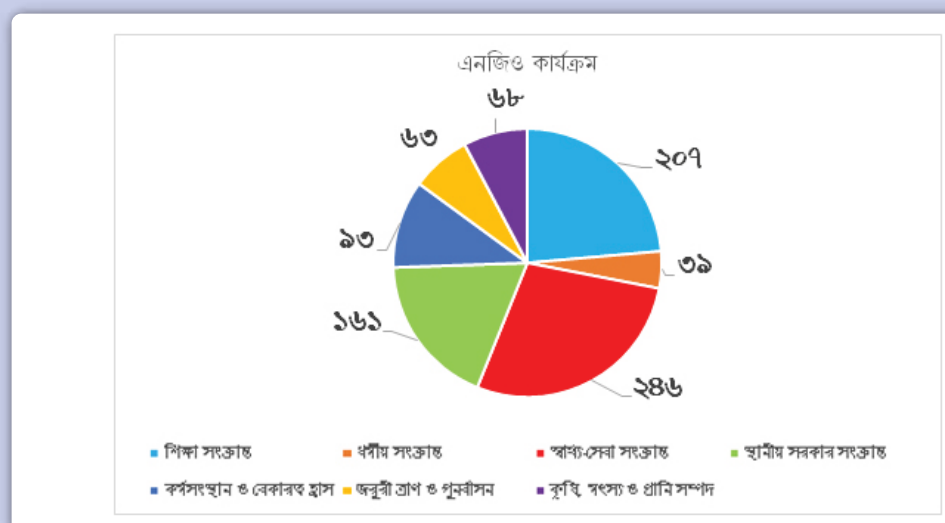

একনজরে বিভিন্ন খাতে এনজিওসমূহের গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা

(ক) শিক্ষা সংক্রান্ত এনজিও কার্যক্রমঃ

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে । বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর এনজিও কর্তৃক ২০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৩০৮ কোটি টাকার শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে । বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা খাতে এনজিও কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এনজিওদের অবদান প্রশংসার দাবী রাখে।

	চাকরি প্রদান/ কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	পরিচালিত স্কুল/কলেজ	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ (টাকা)	উপকারভোগী ছাত্র/ছাত্রী
শিক্ষা ২০৭টি প্রকল্প	৫৭,৮৮৫	৩৫,৮৩৮	৩০৮,৮০,০২,৫২৩/-	২৪,০০,০৩৮

সারণি ১৭

(খ) স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত এনজিও কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা খাত সরকারের একটি অন্যতম সেবা খাত। এ খাতে এনজিওসমূহ পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচেছ। হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ, চিকিৎসা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে দুঃস্থদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা অনন্য। স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গত অর্থ বছরে ২,৬৩৪টি ক্লিনিক/ হাসপাতালের মাধ্যমে ৬,০১,০৯,৬২৬ জন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৮৪০ কোটি টাকার চিকিৎসা সহায়তা উপকরণ বিতণ করা হয়েছে । স্বাস্থ্যসেবা খাতে এনজিওদের অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

	চাকরি প্রদান/ কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	পরিচালিত হাসপাতাল/ ক্লিনিক সংখ্যা	চিকিৎসা সহায়তা বিতরণ (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা
স্বাস্থ্য সেবা ২৪৬টি প্রকল্প	৫৯,১০৬	২,৬৩৪	৮৪০,৩৮,৯১,৬৪৫/-	৬,০১,০৯,৬২৬

সারণি ১৮

(গ) স্থানীয় সরকার বিষয়ক এনজিও কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার বিষয়ক খাতে এনজিওমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পানীয় জলের জন্য গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন এবং মেরামতের মাধ্যমে এনজিওসমূহ গত অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তা ছাড়া স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এনজিওরা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় নলকুপ স্থাপন করে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। গত অর্থ বছরে এনজিওসমূহ ২,৩৫১টি গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন করেছে এবং সকল জনগোষ্ঠীকে স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য ৬,৯৮,৪৭৪টি স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার নির্মাণ করে দিয়েছে

স্থানীয় সরকার বিষয়ক ১৬১টি প্রকল্প	চাকরি প্রদান/ কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	স্থাপিত গভীর/ অভীর নলকূপের সংখ্যা	নির্মিত শৌচাগারের সংখ্যা	মেরামতকৃত নলকূপের সংখ্যা
	৭,৮৩২	২,৩৫১	৬,৯৮,৪৭৪	২১৭০

সারণি ১৯

(ঘ) কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে বেকারত্বের হার হ্রাসকল্পে এনজিওসমূহ কর্তৃক গত বছরে ৮টি ভোকেশনাল/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৪৫টি ভকেশনাল/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৭০,৭৭১ জন লোককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। ভকেশনাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ভকেশনাল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গত বছর এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে এবং বিদেশেও কর্মী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে। গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ খাতে মোট ৯৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩৪৬২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে এনজিও খাতে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মরত আছে। এর ফলে বেকারত্বের চাপ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাস ৯৩টি প্রকল্প	চাকরি প্রদান/ কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	স্থাপিত ভোকেশনাল/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	পরিচালিত ভোকেশনাল/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী
	৩,৪৬২	৮	১৪৫	৭০,৭৭১

সারণি ২০

(ঙ) কৃষি, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ সংক্রান্ত এনজিও কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয় উপকরণের কৃষিউপকরণ বিতরণ করা হয়েছে-যা কৃষি খাতে সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এনজিওরা এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। তাছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এনজিওসমূহ যুগোপযোগী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচেছ। তা ছাড়া মৎস্য চাষ ও গবাদি পশু পালনে উপকারভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও যথাযথ পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ বিতরণ (Asset transfer) কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র নারীদের হাঁস-মুরগী, গবাদী পশু প্রদান করা হয়ে থাকে যাতে তারা এ থেকে আয়-বর্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ৬৮টি প্রকল্প	চাকরি প্রদান/ কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	প্রশিক্ষিত সংখ্যা	বিতরনকৃত উপকরণের মূল্য	উপকারভোগী কৃষক পরিবারের সংখ্যা
	২,৬২৩	৭৯,৫৫৩	১৫০,৭৩,৮০,৭৪৫/-	৪,৬৯,১৫৮/-

সারণি ২১

(চ) জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত এনজিও কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে ত্রনজিওসমূহ সময়োপযোগী ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। তন্মধ্যে ঘর মেরামত বা নির্মাণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসন উল্লেখযোগ্য। এ খাতে গত অর্থ বছরে এনজিওসমূহ ৪,৮৮৯টি ঘর মেরামত/নির্মাণ করেছে এবং ৭০,২৭,৮৬,৯০৯/- টাকার খাদ্য সামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করেছে ।

জরুরি ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম ৬৩টি প্রকল্প	চাকরি প্রদান/ কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	ঘর নির্মাণ/ মেরামত (সংখ্যা)	চিকিৎসা সহায়তা বিতরণ (টাকা)	খাদ্য সামগ্রী/অন্যান্য উপকরণ বিতরণ (টাকা)
	১২,৫৯৯	৪,৮৮৯	১০৪,৭২,৩৮৩/-	৭০,২৭,৮৬,৯০৯/-

সারণি ২২

(ছ) ধর্মীয় সংক্রান্ত এনজিও কার্যক্রঃ

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের অবদানও কম নয়। মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা নির্মাণ ছাড়াও এনজিওরা দরিদ্রদের মধ্যে যাকাত, কোরবানীর মাংস, ইফতার বিতরণ করে থাকে। গত অর্থ বছরে এনজিওসমূহ ৪২০টি মসজিদ, ১৬টি মাদ্রাসা, ৮টি এতিমখানা ও ১৫৮টি অজুখানা নির্মাণ করেছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ৩৯টি প্রকল্প	মসজিদ তৈরী	মাদ্রাসা নির্মাণ	এতিমখানা নির্মাণ	অজুখানা নির্মাণ
	৪২০	১৬	৮	১৫৮

সারণি ২৩

(জ) অন্যান্য খাতঃ

উল্লেখিত প্রধান খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে এনজিওসমূহ বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে ২৯৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সব প্রকল্পের মধ্যে Integrated Project রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক । এক একটি প্রকল্পে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারীর ক্ষমতায়নসহ বহুবিধ Component থাকে । এ সকল প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং আয়বর্ধন কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের জীবন যাত্রার মানে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে।

০২. উত্তম চর্চাসমূহ (Best practice)

ক) কেপিআই (Key Performance Indicator): পাবলিক সেক্টরে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের একটি মডেল হিসেবে Performance Agreement/ Performance Contracting ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে কর্মকৃতি (Performance) অর্জনের জন্যে এক ধরনের নবতর সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেপিআই নির্ধারণের মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দায়িত্ব এবং কর্মসম্পাদনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেপিআই বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ইতিবাচক ফল লাভ করা যাবে ।

>> বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
>> এনজিও খাতে বৈদেশিক অনুদান প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে;
>> কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি হবে;
>> এনজিওদের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কেপিআই বাস্তায়ন সংক্রান্ত গৃহীত পদক্ষেপ

গত ৩০/০৬/১৪ তারিখে কেপিআই বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার MOU স্বাক্ষর করেছেন। এ প্রেক্ষিতে কেপিআই অগ্রগতি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে কর্মচারীদের মতামতের ভিত্তিতে ৩০ ঘন্টা এবং ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত ৩০ ঘন্টা মোট ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কেপিআই-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও'র কার্যক্রম পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মতবিনিময় সভা, উঠান বৈঠক এবং জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের উপস্থিতির বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুপারিশসমূহঃ

১. প্রত্যেক জেলায় এনজিও কার্যক্রমের উপর ডাটাবেজ তৈরী করা প্রয়োজন।
২. এনজিও কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিদর্শনের জন্য উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে তাঁর যানবাহনের জন্য জ্বালানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩. এ ধরনের সেমিনার জেলা পর্যায়ে করার জন্য জেলা প্রশাসকগন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।
৪. সরকারি সংস্থা এবং এনজিওসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং আস্থা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. সহকারী কমিশনার, ইউএনও এবং এডিসি'-কে নিয়ে একটি অবহিতকরন সভা/সেমিনার/কর্মশালা করা প্রয়োজন।
৬. এনজিওসমূহের কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন।
৭. এনজিওসমূহের অফিসে সিটিজেনস চার্টার থাকা প্রয়োজন।
৮. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধনপ্রাপ্ত এনজিওসমূহের নামের তালিকা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
৯. জিও এবং এনজিও সমন্বয়ে সার্ভিস মেলা করা যেতে পারে।
১০. বিভাগীয় পর্যায়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।
১১. বেস্ট প্র্যাক্টিস বা ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে।
১২. এনজিওসমূহের জন্য একটি অভিন্ন রেগুলেটরি বডি গঠণ করা প্রয়োজন।
১৩. এনজিওসমূহের অফিসের বিদ্যুৎ বিল বাণিজ্যিকহারে ধার্য করা হয়, যা সাধারণ হারে ধার্য করা প্রয়োজন।
১৪. এনজিওসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগবিধি থাকা প্রয়োজন।
১৫. জেলা প্রশাসক ও ইউএনও'র প্রত্যয়ন সহজীকরণ প্রয়োজন।
১৬. এনজিওসমূহের সফলতা নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ করা যায়।
১৭. এফডি-৬ এর কপি জেলা প্রশাসক ও ইউএনও'র নিকট প্রেরণ করতে হবে।
১৮. জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক বাজেট বিভাজন থাকতে হবে।
১৯. এডভোকেসি /প্রশিক্ষণ/ মটিভেশন ইত্যাদি খাতে এনজিওসমূহ বেশি বেশি অর্থ ব্যয় করছে। এসব খাতে ব্যয় কমিয়ে দৃশ্যমান উন্নয়ন খাতে অধিক ব্যয় করা প্রয়োজন।

সারণি ২৪

খ) সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন এবং অনুসরণঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে । ব্যুরোর সিটিজেন চার্টারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা আছে। এ ছাড়া ব্যুরো কর্তৃক এনজিওদের যে ১৩টি সেবা প্রদান করা হয় তার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত এই সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী বর্তমানে ব্যুরোর সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণ ও শুনানীকে সমাধান করার লক্ষ্যে উপ-পরিচালক কে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ) অভিযোগ বক্স স্থাপনঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ২ বছর আগে একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপ-পরিচালক কে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে ৪৬টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তম্মধ্যে ৩৪টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঘ) ইংরেজী ভাষার দক্ষতা অর্জনঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মচারীদের মধ্যে ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জনের জন্য ৪০দিন ব্যাপী English Language Efficiency Course সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে সহায়তা করেছেন Saifurs নামক প্রশিক্ষণ সংস্থা। পরবর্তীতে মাসিক স্টাফ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি সোমবার রিফ্রেসার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালকগণ পর্যায়ক্রমে উক্ত কোর্স পরিচালনা করেন।

ঙ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ সততা ও নিষ্ঠার সাথে জনগণের কাছে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । দেশের ৭টি বিভাগে অনুষ্ঠিত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার উপর আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ জোর দিয়েছেন। দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করছে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ এবং কল্যাণধর্মী সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন যেখানে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। যেখানে সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। দুর্নীতিমুক্ত শুদ্ধ সমাজে বাস করব আমরা সকলে । শিশুরা শিক্ষার অধিকার পাবে। সকলের বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা থাকবে। জিও-এনজিও এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে এই সকল সবাবেশ থেকে অনেক সুপারিশ উঠে আসে, প্রকাশ্য আলোচনা হয় । সমাধানের পথ খুঁজে পাবার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

রাজশাহী বিভাগে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার বিষয়ক সভা

সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার বিষয়ক সভা

চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের উন্নয়নঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের উন্নয়নে অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ব্যুরোর রেজিস্ট্রিকৃত স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওসমূহের রেজিস্ট্রেশন, প্রকল্প এবং অডিট ও হিসাব সংক্রান্ত সার্বিক তথ্য সম্বলিত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ডাটা বেইস সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যুরোর ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওয়েবসাইটে ব্যুরোর নোটিশ, কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, অর্গানোগ্রাম, অফিসারদের তালিকা, এনজিও নিবন্ধনের নিয়মাবলী, এফডি ও এফসি ফরমসমূহ, বৈধ ও বাতিলকৃত এনজিওদের তালিকা, অডিট ফার্মের তালিকা, এনজিওদের ফোকাল পয়েন্টদের নাম প্রভৃতি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু উক্ত ওয়েবসাইটে ব্যুরোর নিজস্ব

মেইল সার্ভার ইন্সটলেশন এন্ড কনফিগারেশনের কার্যক্রমও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে প্রতিটি এনজিও'র নিজস্ব প্রোফাইল এবং ব্যুরোর Personnel Information System ও অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এতদপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ব্যুরোতে অধিক ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। উভয় প্রান্তে ব্যবহারযোগ্য ই-সার্ভিস চালু করার জন্য ব্যুরোর কম্পিউটার সেবাকে অটোমেশন করার কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এ Banglagov.net প্রকল্পের আওতায় ব্যুরোতে 2mbps bandwith সম্পন্ন Internet Server স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নন্সে উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যুরোর দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যসমূহ অটোমেশনের মাধ্যমে অন লাইনে সম্পন্ন করা, অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে Inter-connectivity স্থাপন পূর্বক তথ্য আদান-প্রদান করা এবং আধুনিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিকট দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

০৩। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমঃ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রচলিত কার্যক্রম ছাড়াও সম্প্রতি আরো বেশ কিছু কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, এনজিও সমাবেশ, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিরোধী কার্যক্রম, আইসিটি সেক্টর উন্নয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধি সংশোধন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর স্থায়ী ভবন নির্মাণ ইত্যাদি।

ক)২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এনজিও কার্যক্রমের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সভা/সেমিনার

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে ব্যুরো কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত এনজিওদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের সাহায্যে এনজিওসমূহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, আইনী সহায়তা, মানবাধিকার উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। এতদপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিও'র অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে দেশের জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ''দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা'' শীর্ষক বিভাগীয় পর্যায়ে এনজিও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৭টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুপারিশ নিম্নরূপঃ

ক. এসিড অথবা নারী নির্যাতন বিষয়ে যেন মিথ্যা মামলা না হয়, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।
খ. জেলা পর্যায়ে এনজিও প্রধানকে এনজিও সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।
গ. সমন্বিত এনজিও পোর্টাল তৈরী করা প্রয়োজন।
ঘ. ব্যুরোর মাধ্যমে দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় করা এবং সকল নিবন্ধিত এনজিও যাতে বৈদেশিক
অনুদানপেতে পারে তার জন্য দাতাদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন ।
ঙ. ব্যুরোর মাধ্যমে এনজিও কর্মীদেরকে বিদেশ প্রশিক্ষণ/দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান।
চ. ব্যুরো কর্তৃক এনজিও পরিদর্শন, পরিবীক্ষন বৃদ্ধি করা।
ছ. ব্যুরোর নিবন্ধন এবং নিবন্ধন নবায়ন ফি হ্রাস করা।
জ. কোটা নির্ধারণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এনজিও সমূহে নিয়োগ প্রদান।
ঝ. এনজিও'র নির্বাহী কমিটিতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত রাখা।
ঞ. এনজিও কার্যক্রমে ওভার লেপিং দূর করা।
ট. ব্যুরো থেকে অর্থ ছাড়ের পত্রাদি যথাসময়ে ডাকযোগে/ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
ঠ. দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন;
ড. সংস্থার অডিট রিপোর্ট প্রদানের মেয়াদ ২ মাসের পরিবর্তে ৪ মাস করা প্রয়োজন;
ঢ. এনবিআর-এর সাথে আলোচনাক্রমে ভ্যাট প্রদানের পদ্ধতিগত জটিলতা সহজ করা প্রয়োজন;
ন. তৃতীয় পক্ষ নিয়োগের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন

প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপঃ

সভা ও সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসন হতে প্রত্যয়নপত্র পাওয়া বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সরাসরি সহানীয় প্রশাসন সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যয়নপত্র আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে,এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে এনজিও পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে, মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় সভায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকসহ পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হচ্ছেন। এনজিও কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকী জোরদার করা হয়েছে।

খ)তথ্য অধিকার আইনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সনে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণীত হয় । উক্ত আইন অনুসরণে জনগণকে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপ-পরিচালক(সাঃ) কে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে । এ ছাড়াও এনজিওসমূহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যেন জনগণকে তথ্য সরবরাহ করে সে জন্য তাদেরকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় । এনজিও সমূহ ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে তথ্য সরবরাহ করছে।

গ)মানি লন্ডারিং ও এন্টি টেরোরিস্ট ফিন্যান্সিং

বর্তমান সরকার অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এ লক্ষ্যে ইতঃমধ্যে Anti Terrorist Financial Act-2009 এবং MoneyLaundering Act-2012 প্রনয়ন করেছে। এই আইনের নির্দেশনা অনুসরণে অর্থ পাচার রোধ, এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম অর্থায়নের হুমকী রোধের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ওয়েবসাইটে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজুলেশনে উল্লেখিত সন্দেহভাজন দাতা সংস্থার
তালিকা আপলোড করা হয়েছে;

২. একই সাথে সকল এনজিও-কে উক্ত তালিকা যাচাইপূর্বক দাতা সংস্থা হতে অনুদান গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে;

৩. এফডি-৬-এ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুদান উক্ত তালিকাভূক্ত কোনো দাতা সংস্থার নয় মর্মে সংস্থা প্রদত্ত ঘোষণাপত্র
অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;

৪.প্রত্যেক এনজিও'র মাদার একাউন্টের হিসাব এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক গ্রহণ করা হচ্ছে; যাতে জানা যায় বিদেশ থেকে কি পরিমান অর্থ প্রকৃত পক্ষে ঐ এনজিওর অনুকূলে এসেছে। অদ্যাবধি ১০৩টি এনজিওর নিকট থেকে মাদার একাউন্ট এর তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

৫.এফডি-৬ অনুমোদনের পূর্বে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজুলেশনে উলেখিত সন্দেহভাজন দাতা সংস্থার তালিকারসঙ্গে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে যাচাই করা হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন সভা/সেমিনারে Anti Terrorist Financial Act- ২০০৯ এবং Money Laundering Act-2012 বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ঘ) ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কমকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০০১ সংশোধনের নিমিত্ত সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঙ) বিদ্যমান অধ্যাদেশ সংশোধন

বাংলাদেশে বর্তমানে স্বেচছাসেবী কার্যক্রম সংক্রান্ত বৈদেশিক অনুদান (১) The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulations Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) GesThe Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত হচেছ। উক্তঅধ্যাদেশ-কে একীভূত করে একটি একক আইনে রূপান্তর করে এর কাঠামোগত পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, বিয়োজন, পুনর্গঠন ও পরিমার্জন করে ''বৈদেশিক অনুদান (স্বেচছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪'' শিরোনামে আইন প্রণয়নের নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটির খসড়া প্রণয়নের পর এনজিও ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সংগে অনেকগুলো সভা করা হয়েছে এবং সকলের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নিমিত্তে খসড়া প্রধানমমত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বোপরি সকল স্টেকহোল্ডারদের সংগে আলোচনা করে খসড়াটি চুড়ান্ত করা হয়েছে । বর্তমানে আইনটি মন্ত্রীপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন হয়েছে মর্মে জানা যায় ।

চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৎস্য ভবনের ১০ম তলায় এর কার্যক্রমে চালিয়ে যাচেছ। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সৃষ্টিলগ্ন অর্থাৎ ১৯৯০ সালে মাত্র ৩৪৭টি (তন্মধ্যে ২৬৭টি দেশী এবং ৮০টি বিদেশী নিবন্ধিত) এনজিও নিয়ে ব্যুরো যাত্রা শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে এনজিওর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩১৩টিতে দাঁড়িয়েছে । তন্মধ্যে বিদেশী এনজিও'র সংখ্যা ২৩৫টি এবং দেশী এনজিও'র সংখ্যা ২০৭৮টি। ফলশ্রুতিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচেছ । তাই প্রয়োজনের নিরিখে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । এ প্রেক্ষিতে সরকার আগারগাঁয়ে .৮৪ একর জমি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নামে বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত জমিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৭,৩৭,৪৭,০০০/-(সাতচলিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ সাতচলিশ হাজার) টাকা । প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে ভবন নির্মাণের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার বাছাই প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে ।

০৪। উপসংহার

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ। এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও সম্ভাবনাও রয়েছে অনেক। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস আমাদের অহংকার। দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সরকার ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক সঙ্গে কাজ করছে। এ কার্যক্রম আরো গতিশীল এবং কার্যকরী করার লক্ষ্যে সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ় করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বৈদেশিক অনুদানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের অন্যতম দায়িত্ব। এ সকল কার্যক্রমের মূল অনুপ্রেরনা হলো মাতৃভূমির উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। বৃহত্তর অর্থে সকল প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হলো- সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। তাদেরকে উন্নয়নের মূলগ্রোত ধারায় নিয়ে এসে সমতা ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রস্তাবিত ভবন

বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (PEPZ)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও শিল্প খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের শিল্পায়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশী বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাগণ এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা সহজতর করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল পরিচালনার জন্য একটি গভর্ণর বোর্ড গঠিত হয়েছে। গভর্ণর বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সদস্যগন হলেন শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ, নৌ-পরিবহন, পরিবেশ ও বন (কো-অপ্ট), জ্বালানী ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ও সচিবগণ (পদাধিকার বলে)। এছাড়া পরিকল্পনা, পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর সচিবগণ এবং বাংলাদেশ ব্যংকের গভর্ণর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড ও এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে সদস্য। মহাপরিচালক, নির্বাহী সেল উক্ত বোর্ডের সদস্য-সচিব। এতদ্ব্যতীত ১৭তম বোর্ড অব গভর্ণর এর সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ও সিনিয়র সচিব/সচিবকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত দুটি বেসরকারি ইপিজেডএরকার্যক্রম চলমান আছে।

রাংগুনিয়া ইপিজেড

চিটাগাং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক লিঃ নামক একটি দেশীয় প্রাইভেট কোম্পানী, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় দু'শতাধিক একর ভূমিতে রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ইপিজেডে তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃষিনির্ভর শিল্প ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে তোলা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, রাঙ্গুনিয়া ইপিজেডে লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

কোরিয়ান ইপিজেড

কোরিয়ান ইপিজেড কর্পোরেশন(বিডি) লিঃ নামক একটি বিদেশী কোম্পানী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে ২,৪৯২.৩৫(দুই হাজার চার শত বিরানববই দশমিক তিন পাঁচ) একর জমির উপর কোরিয়ান ইপিজেড বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কোরিয়ান ইপিজেড এলাকা উন্নয়ন করে কর্ণফুলি 'স্যু' ইন্ডাষ্ট্রি নামক একটি অত্যাধুনিক 'স্যু' ইন্ডাষ্ট্রি স্থাপন করা হয়েছে। এই ইন্ডাষ্ট্রি থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। উক্ত ইন্ডাষ্ট্রিতে ইতোমধ্যে ০৫(পাঁচ) হাজারের অধিক বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কোরিয়ান ইপিজেড এলাকায় শতাধিক ছোট বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্লট তৈরির কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। প্লটসমূহে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে।

KEPZ: 3D VIEW

Garment Factory production floor in KEPZ

কোরিয়ান ইপিজেড পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হলে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজারের অধিক বাংলাদেশী লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া দেশে মহিলাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপরন্তু, বেসরকারি ইপিজেডে স্থাপিতব্য বিভিন্ন শিল্পকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশ থেকে ক্রয় করা হবে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি ইপিজেডগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১। কোরিয়ান ইপিজেডকে অবকাঠামো উন্নয়নে শূল্কমুক্তভাবে যন্ত্রপাতি আমদানীর বিষয়ে গভর্ণর বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোরিয়ান ইপিজেডে পুলিশ ক্যাম্পের জন্য জনবলের পদ সৃজন করা হয়েছে।
৩। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোরিয়ান ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত ৩টি থানা ভেঙ্গে একটি থানায় (কর্ণফুলী থানা) অন্তর্ভুক্ত করে আদেশ জারী করা হয়েছে।
৪। কোরিয়ান ইপিজেডে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য অবকাঠামো ও স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
৫। কোরিয়ান ইপিজেড এলাকায় কর্ণফুলী স্যু ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামক একটি অত্যাধুনিক স্যু ইন্ডাষ্ট্রি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্যু ইন্ডাষ্ট্রি-তে উৎপাদিত পণ্য ইতোমধ্যে বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে।
৬। বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্নর বোর্ডের ১৭তম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ইপিজেডগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
৭। কোরিয়ান ইপিজেডে ইতোমধ্যে ৬,০০০ (ছয় হাজার) লোক কর্মরত আছে এবং দিন দিন এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৮। বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থান ছাড়াও ২৫(পচিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানী হয়েছে।

নির্বাহী সেল, বেসরকারি ইপিজেড গভঃবোর্ড

২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

১। বাংলাদেশ বেসরকারি ইপিজেড গভঃবোর্ড-এর ১৭তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। বেসরকারি ইপিজেড ভূমি হস্তান্তর দলিল চূড়ান্তকরণের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ, ও বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

Aerial view of industrial complex in KEPZ

বেসরকারি ইপিজেড গভর্ণর বোর্ড এর ৫ম সেমিনার

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অর্জন/সাফল্য

১। শিল্পকারখানা স্থাপনের নীতিমালা ও পদ্ধতি এবং শিল্পকারখানা স্থাপনের আবেদনের ফরম চূড়ান্ত করে বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

২। কোরিয়ান ইপিজেড ও রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড-কে ওয়্যার হাউজিং ষ্টেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩। কোরিয়ান ইপিজেডের ভূমি হস্তান্তর দলিলের উপর ৫০% ষ্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ করা হয়েছে।

৪। বেসরকারি ইপিজেডগুলোকে প্রচলিত ৮টি আইনের প্রয়োগ হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কেইপিজেডের অনুকূলে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্ণর বোর্ডের ১৫তম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ইপিজেডগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। উদ্যোক্তা কোম্পানীসমূহেকে আমদানী-রপ্তানী পারমিট ইস্যু এবং শুল্ক সম্পর্কিত নীতি-নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে।

৮। বিদেশী নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের নীতিমালা এবং ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদনের ফরমসমূহ চূড়ান্ত করে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মাধ্যমে বেসরকারি ইপিজেড সংক্রান্ত এফ ই সার্কুলারসমূহ জারী করা হয়েছে।

১০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে বেসরকারি ইপিজেডের শূল্ক রেয়াত সম্পর্কিত এসআরও/ স্ট্যান্ডিং অর্ডার/সার্কুলারসমূহ জারী করা হয়েছে।

১১। নির্বাহী সেলের অর্গানোগ্রাম গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২। নির্বাহী সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩। বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্ণর বোর্ডের ১৬তম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ইপিজেডগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১৪। কোরিয়ান ইপিজেডকে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য শূল্কমুক্তভাবে যন্ত্রপাতি আমদানীর বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

১৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোরিয়ান ইপিজেডে পুলিশ ক্যাম্পের জন্য জনবলের পদ সৃজন করা হয়েছে।

১৬। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোরিয়ান ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত ৩টি থানায় (কর্ণফুলী থানা) করে আদেশ জারী করা হয়েছে।

১৭। কোরিয়ান ইপিজেডে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য অবকাঠামো ও স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৮। কোরিয়ান ইপিজেড এলাকায় কর্ণফুলী স্যু ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামক একটি অত্যাধুনিক স্যু ইন্ডাষ্ট্রি স্থাপন অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত স্যু ইন্ডাষ্ট্রিতে উৎপাদিত পণ্য ইতোমধ্যে বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে।

১৯। বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্ণর বোর্ডের ১৭তম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ইপিজেডগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৬। কোরিয়ান ইপিজেড কর্পোরেশনের আওতাধীন শিল্প এলাকায় অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করা জন্য বিদেশী নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

৭। এছাড়া বাংলাদেশে জাপানী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাইকা ও নির্বাহী সেল যৌথ উদ্যোগের ৩টি সেমিনার ও ২টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিবসহ জাইকা প্রদান উক্ত সেমিনার ও ওয়ার্কশপে উপস্থিত থেকে নির্ধারিত বিষয়ে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

৮। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাইকা এর যৌথ উদ্যোগে Investment Climate Improvement in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Focal Point দের সমন্বয়ে প্রতিনিধি দল জাইকা এর আর্থিক সহায়তায় ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম সফরের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ফলশ্রুতিতে Panasonic কোম্পানী এদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে বাংলাদেশ সফর করেছে এবং বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

Factory Buildings in KEPZ

Water Bodies at KEPZ

Tree Plantation

Birds at KEPZ

www.pmo.gov.bd